POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian

সংখ্যা
29
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 20 শে জুলাই , 2017 20 ওফা ,1396 হিজরী শামসী 25 শওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ইহাই সত্য কথা যে, মসীহ মৃত্যু লাভ করিয়াছেন; শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

এখন খোদা তা'লা স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিবেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

অধিকন্তু আপনাদের আকীদা অনুযায়ী যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে আগমণ করিবেন, অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন, ইহা এরূপ এক 'আকীদা' যাহা ইসলামের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল-প্রয়োগ সঙ্গত আছে? বরং আল্লাহ্ তা'লা তো কুরআন শরীফে বলিয়াছেন- لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ ধর্মে বল প্রয়োগ নাই।

(সূরা বাকারা: ২৫৭) তাহা হইলে মসীহ ইবনে মরিয়মকে (আ.) বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করিয়া দেওয়া হইবে? এমনকি ইসলাম গ্রহণ অথবা কতল করা ব্যতীত 'জিযিয়া' (কর)ও তিনি গ্রহণ করিবেন না? কুরআন শরীফের কোন জায়গায়, কোন পারায় এবং কোন সূরায় এই শিক্ষা আছে?

সমগ্র কুরআন বারবার বলিতেছে যে, ধর্মে বল প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর সময়ে যে সকল লোকদের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, বরং তাহা ছিল:

১. শাস্তি স্বরূপ: অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে কতল করিয়াছিল এবং অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের উপর কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন:

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

অর্থাৎ যে সকল মুসলমানদের সহিত কাফেরগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা অত্যাচারিত হইবার দরুন তাহাদিগকে (কাফরদের সহিত) মোকাবেলা করিবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং খোদা তা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান।

২. অথবা সেই সকল যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক: অর্থাৎ যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা দিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে স্বত্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য।

৩. অথবা দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে: যুদ্ধ করা হইয়াছিল, এই তিনটি কারন ব্যতীত আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁহার পবিত্র খলীফাগণ কোন যুদ্ধ করেন নাই। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে যে, অন্য কোন জাতির ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা-মসীহ ও মাহদী সাহেব কিরূপ ব্যক্তি হইবেন যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন, এমনকিট কোন আহলে কিতাব (ঐশী গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি) হইতে জিযিয়াও গ্রহণ করিবেন না এবং কুরআনে এই আয়াত حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ [অর্থাৎ (তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর) যে পর্যন্ত তাহারা অধীনস্ত হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়। অনুবাদক] রহিত করিয়া দিবেন? তিনি ইসলাম ধর্মের কিরূপ পৃষ্ঠপোষক হইবেন যে, আসিয়াই তিনি কুরআনের ঐ সকল আয়াতও রহিত করিয়া দিবেন যেইগুলি আঁ হযরত (সা.)-এর সময়ও রহিত হয় নাই এবং এতসব ওলট-পালট সত্বেও খতবে নবুয়তের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না?

এ পর্যন্ত নবুয়তের যুগের তেরশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অভ্যন্তরীনভাবে ইসলাম তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রকৃত মসীহর কাজ ইহাই হওয়া উচিত যে, তরবারির তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করিবেন এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ-নির্মিত ক্রুশগুলিকে ভাঙ্গিয়া বেড়াইবার পরিবর্তে ঘটনামূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা খৃষ্টমতবাদকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। যদি তোমরা বল প্রয়োগ কর তাহা হইলে তোমাদের বল প্রয়োগ একথার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে, তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলীল দ্বারা পরাজিত হয়, তখন তরবারি বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু এরূপ ধর্ম কিছুতেই খোদা তা'লা প্রেরীত ধর্ম হইতে পারে না যাহা কেবল তরবারির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করিতে পারে না।

যদি তোমরা এরূপ জেহাদ হইতে বিরত হইতে না পার এবং ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সাধু ব্যক্তিগণের নামও দাজ্জাল (ধর্মের শত্রু) এবং মুলহেদ (নাস্তিক) রাখ, তাহা হইলে আমি এই দুইটি বাক্য দ্বারা এই বক্তব্য শেষ করিতেছি। قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

অর্থাৎ তুমি বল, হে কাফেরগণ, আমি সেইরূপ ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর। (১০৯ঃ ২-৩)

অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও দলাদলির যুগে তোমাদের তথাকথিত মসীহ্ এবং মাহদী কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর তরবারি প্রয়োগ করিবেন? সুন্নীগণের মতে শিয়াগণ কি ইহার যোগ্য নহে যে, তাহাদের প্রতি তরবারী চালানো যায় এবং শিয়াগণের বিবেচনায় সুন্নীগণ কি এইরূপ নহে যে, তরবারি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা যায়? অতএব যেহেতু তোমাদের অভ্যন্তরীন ফেরকাগুলিই তোমাদের

এরপর আটের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শরীয়তে একত্রে তিন তালাক দেওয়ার গুরুত্ব এবং মহিলাদের অধিকার

(দ্বিতীয় পর্ব)

মনসুর আহমদ মসরূর (সম্পাদক, উর্দূ বদর)
অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম (সহ-সম্পাদক, বাংলা বদর)

বিগত সংখ্যায় সুপ্রীম কোর্টে তিন-তালাকের উপর এক বছর যাবৎ জারি থাকা মোকাদ্দমার পটভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছিল এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পার্সনল ল' বোর্ডের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল। এখন আমরা প্রকৃত বিষয়টি বর্ণনা করব। অর্থাৎ তিন-তালাক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক কি না। আর কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে একত্রে তিনটি তালাক দিয়ে ফেলে তবে তার জন্য কোন আদেশ প্রযোজ্য হবে কিম্বা তালাক দেওয়ার ইসলামী পন্থা কি?

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যাঁর উপর পরিপূর্ণ এবং মহান শরীয়ত কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল, যিনি কুরআনের শিক্ষাকে সর্বোত্তমরূপে অনুধাবন করেছিলেন, তাঁর শিক্ষা অনুসারে এক সময়ে বা একত্রে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তে কোন গুরুত্ব রাখে না। জামাত আহমদীয়া এমন শরিয়ত-বহির্ভূত কর্মকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে এবং এটিকে দুঃখজনক মনে করে।

কেবল একটি তালাকের বিষয়টিই নয়, বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমান এমন সব শিরক, বিদাত ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে ডুবে আছে যার সঙ্গে শরীয়তের দূরতম সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় বিশেষ করে মুসলমানদেরকে এবং সমগ্র মানবতাকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে বের করে আনার জন্য মহানবী (সা.)-এর ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী যে সংস্কারক, ইমাম মাহদী ও কল্কী অবতারের আগমণ নির্ধারিত ছিল, তিনি এসে গেছেন। তিনি হলেন কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদী, যিনি ১৮৮৯ সালে জামাত আহমদীয়ার গোড়া পত্তন করেন এবং পুণ্যবান ও পবিত্র মানুষদের একটি দল তৈরী করেন যারা ইসলামী শিক্ষার সঠিক ও প্রকৃত নমুনা বলে গণ্য হবে। অতএব আজকে ইসলামের স্বরূপ জামাত আহমদীয়ার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। বর্তমানকালে পৃথিবীর শান্তি ও সুস্থিতি এবং নিরাপত্তা এই সংস্কারক এবং এই জামাতের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'আব ইসি গুলশন মেঁ লোগো রাহাত ও আরাম হ্যায়।
ওয়াক্ত হ্যায় জলদ আও, এ্যায়ে আওয়ারগান দশত খার'

শরীয়ত একত্রে তিন-তালাক দিয়ে নিকাহ্ বন্ধন ছিন্ন করার অনুমতি কখনই দেয় না। আহলে হাদীস সম্প্রদায় একত্রে তিন তালাককে স্বীকার করে না বরং তিনটি তালাককে একটি তালাক হিসেবে গণ্য করে। হানাফী সম্প্রদায় তিনটি তালাক হিসেবে গণ্য করে এবং তাদের উপর চির-বিচ্ছেদের ফতোয়া আরোপ করে। যদিও হানাফীরা একথা স্বীকার করে যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়াকে তালাকে বেদাত বলা হয় এবং এভাবে তালাক উচ্চারণকারী গুনাহগার হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও তারা বিশ্বাস করে যে, এভাবে তিন তালাকের বিধি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

হানাফীদের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'কুদুরী' যা প্রায় সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ানো হয়ে থাকে, যেখানে তালাক সম্পর্কে লেখা আছে-

اَلطَّلَاقُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ اَحْسَنُ الطَّلَاقِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ -اَحْسَنُ الطَّلَاقِ اَنْ يُّطَلِّقَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ وَيَتْرُكَهَا حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا-وَطَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ تُطَلِّقَ الْمَدْخُوْلَ بِهَا فِيْ ثَلٰثَةِ اَطْهَارٍ - وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ اَنْ يُّطَلِّقَهَا ثَلٰثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ ثَلٰثًا فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍفَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَبَانَتْ اِمْرَاَتُهٗمِنْهُ وَكَانَ عَاصِيًا-

অর্থাৎ তালাক তিন প্রকারের। 'তালাকে আহসান, তালাকে সুন্নাত এবং তালাকে বিদাত। 'তালাকে আহসান' হল সেই তালাক যেখানে পুরুষ তার স্ত্রীকে 'তোহর' বা পবিত্র থাকা অবস্থায় কেবল একটি তা'লাক দেয়, এমতাবস্থায় যে যখন সে স্ত্রী-সহবাস করে নি এবং আর কোন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত 'ইদ্দাত' বা সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর 'তালাকে সুন্নত' হল সেই তালাক যেখানে পর পর তিন মাস পবিত্র অবস্থায় তিনটি তা'লাক দেওয়া হয়। অপরদিকে 'তালাকে বিদাত' হল সেই তালাক যেখানে একত্রে তিন তালাক দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তিনটি তালাক সম্পন্ন হয়ে যাবে। এটি 'তালাকে বাত্তা' বলে গণ্য হবে এবং স্বামী গুনাহগার হবে।

অতএব একত্রে দেওয়া তিন তালাক 'তালাকে আহসান'ও নয় আবার 'তালাকে সুন্নত'ও নয় বরং এটি হল 'তালাকে বিদাত' এবং বিদাতের সঙ্গে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। বিদাত পথভ্রষ্টতার নামান্তর। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন-

فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(মুসলিম, কিতাবুল জুমআ)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হল মহম্মদ (সা.)-এর পথ। নিকৃষ্টতম কাজ হল ধর্মের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন বিষয় উদ্ভাবন করা। প্রত্যেকটি বিদাত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

হানাফীরা হযরত রুকানা (রা.)-এর বিষয়ে বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আঁ হযরত (সা.) তার পক্ষ থেকে একত্রে দেওয়া তিন-তালাক সম্পর্কে বলেন যে, বস্তুতঃ এটি একটিই তালাক। অতএব তুমি প্রত্যাবর্তন কর। কিন্তু এসত্বেও হানাফীরা যে এই হাদীসটি থেকে যুক্তি গ্রহণ করে না তা আশ্চর্য্যের বিষয়।

হানাফীরা হযরত উমর (রা.)-এর সেই সিদ্ধান্তকে নিজেদের অবস্থানের সমর্থনে উপস্থাপন করে যেখানে তিনি (রা.) বলেছিলেন এর পর থেকে যদি কেউ একত্রে তিন তালাক দেয় তবে আমরা তা তিনটি তালাক হিসেবেই গণ্য করব। এই ঘটনাটির বিবরণ হল এই যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়ার প্রচলন যখন বেড়ে গেল যা কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তখন সৈয়্যদানা হযরত ওমর (রা.) সাহাবা (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত শোনালেন যে, এখন থেকে একত্রে দেওয়া তিনটি তা'লাক তিনটি তালাক হিসেবেই গণ্য করা হবে, অতঃপর এমন ব্যক্তিকে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হবে না। এমন তালাককে 'তালাকে বাত্তা' বলে গণ্য করা হবে। হযরত ওমর (রা.) শাস্তি হিসেবে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন যাতে মানুষ শরীয়তকে উপহাসের বস্তু না বানিয়ে ফেলে। হযরত আবু বাকার (রা.) -এর পুরো খিলাফত কালে এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রে তিনটি তালাক দিত তবে তা একটি তালাক বলেই গণ্য করে পুরুষকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হত। কিন্তু, যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, একত্রে তিন তালাক দেওয়া কুরআন ও হাদীসের আদেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং শরীয়তের সঙ্গে উপহাস করা। সৈয়্যদানা হযরত ওমর (রা.) এটিকে বন্ধ করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তা হল এই যে, তিনি এই মর্মে ঘোষণা দিলেন যে একত্রে দেওয়া তিন তালাককে ভবিষ্যতে তিন তালাক হিসেবেই গণ্য করা হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চির-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। এমন ব্যক্তি পরবর্তীতে যতই হা-হুতাশ করুক তাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হবে না, যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং শরিয়ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করে। সহী মুসলিম কিতাবুত তালাক এ বর্ণিত আছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً-فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِيْ اَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ اَنَاةٌ فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِ فَاَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ-

(সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক)

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে, হযরত আবু বাকার (রা.)-এর খিলাফতকাল এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রারম্ভিক দুই বছরে তিনটি তালাককে একটি তালাক হিসেবেই গণ্য করা হত। হযরত ওমর (রা.) বলেন, মানুষ তালাকের বিষয়ে ত্বরাপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে, অথচ তাদেরকে এ বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। অতএব এমন ত্বরাপরায়ণ মানুষদের জন্য একত্রে দেওয়া তিনটি তালাককে তিনটি তালাক হিসেবে গণ্য করার আদেশ জারি করাই উত্তম হবে। সুতরাং হযরত ওমর (রা.) এমনটিই করলেন।

হানাফীরা হযরত ওমর (রা.) এর এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণ করে যে, একত্রে উচ্চারিত তিনটি তালাক তিনটি হিসেবেই গণ্য হয়। হানাফীদের বিপরীতে বিদ্বজনদের একটি শ্রেণীর বক্তব্য এই যে, হযরত ওমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত শাস্তি হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল এবং সেটি ছিল সাময়িক। একমাত্র কুরআনী শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং অনুশীলনযোগ্য। জামাতে আহমদীয়াও এই মতবাদে বিশ্বাসী। ফিকা আহমদীয়া পার্সনল ল'তে লিপিবদ্ধ আছে যে-

" বিশ্বস্ত রেওয়াত থেকে প্রমাণিত যে, আঁ হযরত (সা.) যুগে, আবু বাকার (রা.)-এর পুরো খিলাফতকালে এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রারম্ভিক দুই বছরে একত্রে উচ্চারিত তিন তালাক একটি তালাক হিসেবেই বিবেবচিত হত। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) যখন উপলব্ধি করলেন যে, শরীয়তের দেওয়া সুযোগকে মুষ্টিমেয় নির্বোধ মানুষ উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে, তখন তিনি এই আদেশ জারি করলেন যে, মানুষদেরকে যেন এমন ত্বরাপরায়ণতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয় এবং এভাবে

এরপর আটের পাতায়

জুমআর খুতবা

গত খুতবায় আমি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকওয়ার সম্পর্কের বিষয়ে বলেছিলাম যে, তাকওয়ার জন্য মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী উন্নত হওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ) বলেছেন মানুষ তখন মুত্তাকী হয়, যখন তার মাঝে সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা একজন ব্যক্তির মোমেন হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত, সেটি হল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং মিথ্যা এড়িয়ে চলা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বাণীর আলোকে সত্যের গুরুত্ব এবং এর দাবিসমূহ। এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদেরকে মূল্যবান উপদেশাবলী।

সম্প্রতি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষের মিথ্যা বলার কারণ এবং সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মন্তব্য এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে সত্যবাদীতা এবং কথার মধ্যে সরলতা অবলম্বন করার প্রতি তাকিদ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য যা মোমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত এবং যেটি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে তোলে সেটি হল বিনয় এবং অহংকার থেকে দূরত্ব বজায় রাখা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে অহংকারের বিভিন্ন স্বরূপের বর্ণনা এবং সেগুলি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বিনয় অবলম্বন করার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১৬ ই জুন , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১৬ এহসান , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

গত খুতবায় আমি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকওয়ার সম্পর্কের বিষয়ে বলেছিলাম যে, তাকওয়ার জন্য মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী উন্নত হওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ) বলেছেন মানুষ তখন মুত্তাকী হয়, যখন তার মাঝে সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। সুতরাং মুমেনের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত যেন সে নিজের মাঝে সকল গুণাবলীর সমাবেশ রাখে। আর যে সকল নির্দেশ যা পালন করার জন্য আল্লাহতা'লা হুকুম দিয়েছেন সেগুলো সম্পাদন করেন। আর ঐ সকল নিষিদ্ধ বিষয় যেগুলো থেকে আল্লাহতায়ালা বিরত থাকতে বলেছেন সেগুলো থেকে বেঁচে চলে, তবেই তাঁর মাঝে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি হতে পারে যা একজন মুত্তাকীর জন্য আবশ্যক। কিন্তু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যদি কোন মোমেন এর মাঝে সেগুলি পাওয়া না যায়, তবে তাঁর ঈমানের মান সংশয়াপন্ন হয়ে যায়। সেটাও দেখা উচিত যে তাঁর মাঝে এরকম বিষয় আছে কিনা।

তাকওয়ার বিষয়টি তো পরে আসবে। প্রথমে নিজ ঈমানকে সুরক্ষিত করা উচিত। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা একজন ব্যক্তির মোমেন হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত, সেটি হল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং মিথ্যা এড়িয়ে চলা। এ ব্যাপারে কোরআন করীমে আল্লাহতা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (আল-হজ্জ: ৩১) অর্থাৎ, তোমরা প্রতিমা পূজা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কাজেই, প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাকে একত্রে বর্ণনা করে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি তোমাদের মাঝে সত্য না থাকে এবং সত্য কথা বলার অভ্যাস পরিলক্ষিত না হয় তাহলে এটি মূর্তি পুজো করার মতই বড় পাপ। এটি একজন মোমেনের জন্য কখনোই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহতায়ালার একত্মবাদের উপর ঈমান রাখবে আবার প্রকাশ্যে বা গোপনে পৌত্তলিকতার কলুষে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে। সুতরাং একজন মোমেন হওয়ার দাবীদারের সামনে এটি প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট সতর্কবার্তা। যে যদি মোমেন হও তবে সত্যের পরম মার্গে উপনীত হতে হবে, অন্যথায়, নিজের ঈমানের ব্যাপারে চিন্তা করো।

হযরত ইমাম মাহদী (আ) এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে মূতি বা প্রতিমা কি? আর তোমরা নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য, ঈমানে উন্নতির জন্য কোন ধরনের মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকবে ও নিজেকে রক্ষা করবে আর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। হযরত ইমাম মাহদী (আ) এ বিষয়টি তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন মজলিসে বারবার উল্লেখ করে খুবই পরিষ্কারভাবে সত্যবাদীতার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে নিজের ব্যকুলতার কথা বর্ণনা করেছেন যা প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা নিজের সামনে এ বিষয়টি সামনে রাখা আবশ্যক যাতে আমরা নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করার মাধ্যমে তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করি। এ ব্যাপারে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। এই বিষয়গুলি বাহ্যতঃ এমন যা একই রকম মনে হয় কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্যে পৃথক পৃথক শিক্ষা ও উপদেশ অন্তর্নিহিত আছে।

তিনি (আ) তাঁর পুস্তক নুরুল কুরআনে বলেন, আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে মিথ্যা কথাকে মূর্তি পূজার সমতুল্য রূপে অভিহিত করেছেন। যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ অর্থাৎ,

মূর্তিপূজা এবং মিথ্যার আশ্রয় থেকে বিরত হও। (দুটিই অপবিত্র) । এটি থেকে বিরত থাক।"

(নুরুল কুরআন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৩)

এরপর মিথ্যার কারণে মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে চলে যাওয়া সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন। বলা উচিত মিথ্যাবাদীকে আল্লাহতায়ালা পরিত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, "মুর্তি পূজা এবং মিথ্যা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখ। অর্থাৎ মিথ্যাও একধরনের মুর্তি যার প্রতি নির্ভরকারী খোদার প্রতি আস্থা রাখা ছেড়ে দেয়। কাজেই মিথ্যা বলার কারণে খোদাও তার থেকে দুরে সরে যান। "

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬১)

যখন খোদার প্রতি ভরসা ছেড়ে দেয় তো আল্লাহতা'লাও সেই বান্দার কাছে আসেন না। এরপর তিনি ইসলামী নীতিদর্শন পুস্তকে এবং বিভিন্ন বক্তব্যেও বলেন " মুর্তিপূজা এবং মিথ্যাকে পরিত্যাগ কর। এই দুটি বিষয় অপবিত্র।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৭)

কাজেই পবিত্র হওয়ার জন্য মানুষের সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং মিথ্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি এক বৈঠকে বলেন, কোরআন করিমও মিথ্যাকে অপবিত্র বলে অভিহিত করেছে। فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ দেখ এখানে মিথ্যাকে মূর্তি পূজার সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাও এক প্রকার মূর্তি পূজা তা নাহলে কেন সত্য ছেড়ে দিয়ে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিবে। যেভাবে মুর্তির পিছনে কোন বাস্তবতা নেই, অনুরূপভাবে মিথ্যার মধ্যেও ধোকা ছাড়া কোন বাস্তবতা নেই । (কথার মাধ্যমে কেবল বাহ্যিকভাবে প্রলেপ দেওয়া থাকে, নীচে কিছুই থাকে না) তিনি বলেছেন মিথ্যাবাদীর প্রতি মানুষের ভরসা এতটুকু কমে যায় যে যদি সে সত্য কথাও বলে, তবুও মনে সন্দেহ জাগে যে পাছে এর মধ্যেও না কিছু মিথ্যার মিশ্রন থাকে। যদি মিথ্যাবাদী চায় মিথ্যাকে পরিত্যাগ করতে, তবে সে সহজে সেটাকে ছাড়তে পারে না।" (যখন সে মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তার পক্ষে তার থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন।) তিনি বলেন, "দীর্ঘকালের সাধনার পর সত্য বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫০)

অনেকে প্রতিটি কথায় মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে তাকে মিথ্যা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক সাধনা করতে হয় চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে হয় তারপর হয়তো সে সফল হয়।

তারপর ঐসকল ব্যাক্তি যারা মনে করে যদি জাগতিকভবে কোন সফলতা লাভ করতে হয় তাহলে কিছু না কিছু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জরুরী। তাদের সেই ধারণা খণ্ডন করে তিনি (আ.) বলেন- " মূর্তি পূজার সাথে মিথ্যাকে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন নির্বোধ মানুষ আল্লাহতা'লাকে ছেড়ে দিয়ে পাথরের সামনে নতশির হয় অনুরূপভাবে সে সত্য এবং নিষ্ঠার পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে মিথ্যাকে পূজার আসনে বসায়। এই কারণে আল্লাহতা'লা মিথ্যাকে মুর্তি পূজার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেভাবে একজন মূর্তিপূজারী মুর্তির কাছে নিজের মুক্তি চায়। অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে মূর্তি তৈরী করে এবং ধারণা করে যে, এই মূর্তির সাহায্যে সে মুক্তি পাবে।" তিনি বলেন, "এ কেমন কদাচার দেখা দিয়েছে! যদি বলা হয় যে কেন মূর্তি পূজো করছ? এই অপবিত্রতা থেকে বেরিয়ে এস, তখন তারা উত্তর দেয় যে, কিভাবে সরে আসব, এটি ছাড়া তো চলা যায় না। এর থেকে আর বেশি দূর্ভাগ্য আর কি আছে যে মিথ্যাকে জীবনের নির্ভরস্থল মনে করা হয়। কিন্তু তোমাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে, চূড়ান্ত বিজয় সত্যেরই হবে এবং কল্যান ও বিজয় কেবল সত্যের জন্যই নির্ধারিত।"

তিনি বলেন - " নিশ্চয় স্মরণ রেখো! মিথ্যার মত অশুভ বস্তু আর কোন নেই। বস্তুবাদি লোকেরা সাধারণত বলে থাকে যে, সত্য বললে নাকি গ্রেফতার হতে হয়। কিন্তু আমি কিভাবে এ কথা বিশ্বাস করতে পারি, কেননা আমার উপর সাতটি মামলা ছিলো। আল্লাহতা'লার ফজলে আমার কোনটিতেই একটি শব্দও মিথ্যা বলার বা লেখার প্রয়োজন পড়ে নি। কেউ কি বলতে পারেন আল্লাহতায়ালা কোন একটি মামলাতেও আমাকে পরাজিত করেছেন? আল্লাহতায়ালা তো স্বয়ং সত্যের সাহায্যকারী ও সমর্থক। তিনি সত্যবাদীকে শাস্তি দিবেন, এটা কি কখনো হতে পারে? যদি কখনো এরকম হয় তাহলে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি সত্য বলার ধৃষ্টতা দেখাত না এবং আল্লাহর প্রতিই মানুষের বিশ্বাস উঠে যেত। সত্যবাদীরা তো জীবিত অবস্থাতেই মারা যেত। বস্তুতপক্ষে সত্যবাদীরা যে শাস্তি পায়, তা সত্য বলার জন্য নয়। বরং তা তার কতিপয় গোপন মন্দ কাজের কারণে পেয়ে থাকে। (যদি কোন অপরাধে ধরা পড়ে এবং সত্য বলার কারণে শাস্তি পায়। পুণ্যের এক অস্থায়ী আবেগের তাড়নায় সত্য বলে ফেললে সে শাস্তি পায়। এক্ষেত্রে মানুষ যেন একথা মনে না করে এই শাস্তি সত্য কথা বলার কারণে সে ভোগ করছে। পূর্বের অন্যান্য যে সব দুষ্কর্ম ও পাপ করেছিল সেগুলির কারণে সে শাস্তি পেয়েছে।) এবং সেটি অন্য কোন মিথ্যার শাস্তি হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালার কাছে তো সকল মন্দ ও খারাপ কাজের তথ্য সঞ্চিত আছে। মানুষের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে এবং কোন না কোনটির কারণে সে শাস্তি পেয়ে যায়।"

(আহমদী অউর গায়ের আহমদীয়োঁ মেঁ ফরক, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৪৭৮-৪৮৯০)

আমাদের সমস্ত কাজের রেকর্ড আল্লাহতায়ালার কাছে সংরক্ষিত আছে। মানুষের কম্পিউটার তো নষ্ট হয়ে যায়, হ্যাক হয়ে যায়, সাইবার অ্যাটাক হয়ে যায়, যে কারণে সমস্ত তথ্য নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহতা'লার কাছে যে রেকর্ড আছে তা কেউ নষ্ট করতে পারবে না। সমস্ত কিছু সংরক্ষিত আছে। মানুষ কোন বাহানা করে তো জাগতিক শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহতায়ালাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। এ কারণে আল্লাহতায়ালা বলেছেন স্থায়ীভাবে পুণ্যকর্মের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। আর নেকীতে স্থায়ীত্ব থাকা উচিত। মানুষ যখন ইস্তেগফার করে এবং মন্দ থেকে বাঁচার অঙ্গীকার করে তো সর্বদাই এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ) যে একথা বলেছেন যে, বস্তুবাদী লোকেরা বলে, কিভাবে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করবে।কেননা এটি ছাড়া চলে না। এটি কেবল কোন বড় স্বার্থ অর্জনের জন্য নয়, বরং বস্তুবাদীরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও মিথ্যা বলে। সম্প্রতি ন্যাশনাল জিওগ্রাফী পত্রিকায় মিথ্যার বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ছিল। এর মধ্যে একটি বড় প্রবন্ধ ছিল। এটি গবেষণা ভিত্তিক ছিল। আমরা মিথ্যা কেনো বলি? এই বিষয়ের উপর। এতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে যে বাহ্যতঃ মিথ্যার কারণেই সফলতা আসে। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আা.) বলেছেন যে, মানুষ মনে করে যে মিথ্যার কারণে সফলতা আসে। এই প্রবন্ধেও একথা লেখা হয়েছে এমনকি একথা প্রমাণ করার চেষ্টাও করা হয়েছে যে, মিথ্যা বলা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদিও এটি কখনো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বরং পরিবেশ তাকে মিথ্যাবাদী করে তোলে। কেননা তাদের তো নিজেদের জাগতিক স্বার্থের বিষয়টিও রয়েছে। এভাবে সে এই প্রবন্ধে মানুষকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে মানুষকে আরো উৎসাহিত করেছে। সে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, মিথ্যা বলা ছোট বেলা থেকেই অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। অথচ, শৈশবেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে সে মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। হুযুর বলেন যে, এখন তো অত্যন্ত গর্বের সাথে তাদের ছবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা মিথ্যা বলার প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদেরকে বিজেতা বলে গর্ব করে এবং তাঁদেরকে পুরষ্কারও দেওয়া হয়ে থাকে। একজন পুরষ্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমার কাহিনীর কিছু ঘটনাতো সত্য, যা আমি বর্ণনা করি। কিন্তু যদি তার সাথে কিছু মিথ্যার সংমিশ্রণ না থাকে, যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ) বলেছেন, তাহলে তা মানুষের জন্য চরম বিরক্তিকর ঠেকবে। আর লোকেরা আমার কথায় মনোযোগ দিবে না। এই কারণে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যা কথা বলি।

এরপর এই প্রবন্ধে শিশু ও কিশোর থেকে শুরু করে রাজনীতিকগণ এবং বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষ এমনকি বিজ্ঞানীরাও এই একই কথা বলেছেন যে তাদের কথায় মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে। এই সমাজ ও পরিবেশে এত মিথ্যার ছড়াছড়ি যে চতুর্দিকে কেবল মিথ্যাই চোখে পড়ে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন পথ নেই। আমরা বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলছি।

আমরা ধারণা করি যে পাশ্চাত্যের সত্যের মান অনেক ভালো। কিন্তু এই প্রবন্ধ পাঠ করার পর মনে হয় তাঁদের সকল কথার ভিত্তি মিথ্যার উপর। তারা শুরুতে যে জরিপ করেছে, তা থেকে জানতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি দৈনিক তিন থেকে চারটি মিথ্যা বলে। এই মিথ্যা বিভিন্ন কারণে বলে যেমন- লোকদের সঠিক দিক নির্দেশনা না দেওয়া, কাউকে সঠিক পরামর্শ না দেওয়া বা কাউকে পথের দিশা দিলে সঠিক পথের দিশা না দেওয়া। কেউ আরেকজনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে। এরপর কি কি কারণে মিথ্যা বলা হয় সে বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহানা রয়েছে, কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য মিথ্যা বলে। নিজের ব্যাপারে মিথ্যা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য

মিথ্যা বলে। নিজের পছন্দকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিথ্যা বলে। এইরকম ছোট ছোট মিথ্যা রয়েছে।

বড় বড় মিথ্যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তারা বলেন, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অবৈধ সম্পর্কের কথা গোপন করতে গিয়ে একে অপরের কাছ থেকে সেটি লুকানোর জন্য মিথ্যা বলেন। যখন, অবাধ স্বাধীনতার কারণে স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধুত্ব অনুচিত পথে পা বাড়ায় তখন সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে হয়। একটি স্বাধীন ও অবাধ পরিবেশের এটি সব থেকে মন্দ দিক যে, এই ধরণের অবাধ মেলামেশার কারণে অবৈধ সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে। এবং শেষমেশ যখন মিথ্যা ধরা পড়ে যায় তখন পরস্পর ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাক পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায়।

আমাদের এখানেও যদি আপনারা পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে দেখবেন তালাক বা খোলা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কারণে হয়ে থাকে। অথচ এ ই মৌলিক মনষ্কতাত্বিক বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রেখে বিয়ের খোতবায় যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয় সেখানে এই আয়াতও সামিল আছে যে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (আল- আহযাব: ৭১) অর্থাৎ তোমরা যারা ঈমান এনেছ আল্লাহ'র তাকওয়া অবলম্বন কর। স্পষ্ট এবং সোজা সরল কথা বল। এরপরে বলছেন يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (আল- আহযাব: ৭১) অর্থাৎ যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে আল্লাহতা'লা তোমাদের আমল সমূহ সঠিক করে দিবেন। তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যে আল্লাহ এবং এই রসুলের আনুগত্য করবে সে অনেক বড় সফলতা লাভ করবে। তো এখানে এতায়াতের কথা বলা হয়েছে। যখন লাগামহীন স্বাধীনতা থাকে আর স্বাধীনতার নামে পর্দার বালাই থাকে না আর যখন পর্দা শেষ হয়ে যায় তখন সন্দেহের সৃষ্টি হয়, এর ফলে অবিশ্বাস জন্ম নেয়। এরপর মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় যা দীর্ঘসময় চলতে থাকে।

যাই হোক আল্লাহতা'লা এখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে এই মাত্রায় সত্য কথা বলার কথা বলেছেন যেন কোন ধরনের ঋজুতা না থাকে। যেন সত্যের উৎকৃষ্টতম মান বজায় থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে, অপরদিকে তোমাদের সন্তানেরা বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহতা'লা তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন আর মহান বিজয় দান করবেন। অতএব এটি হল ইসলামে সুন্দর আদেশ, কিন্তু এরপরেও যদি কেউ কথা বলার সময় সহজ সরল পথ অবলম্বন না করে তবে সে নিজেই নিজের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ধ্বংস করে। যে মিথ্যার কারণে নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত রাখে না তার থেকে বড় দুর্ভাগা আর কে আছে! আমাদের মধ্যেও তালাক এবং খোলা নেওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই কারণে যে, আল্লাহ তা'লার আদেশ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

এই যে বস্তুবাদী ব্যক্তি যার কোন পথের দিশারী নেই, সেও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে মিথ্যা কথা বলাকে গম্ভীর মিথ্যা হিসেবে গণ্য করেছে। এমন মিথ্যা বড়ই উদ্বেগের কারণ। কিন্তু যারা পথ-প্রদর্শন পাচ্ছে, তারা যদি এমনটি করে, সেক্ষেত্রে বিষয়টির শোচনীয়তা অনুমান করা কঠিন নয়। কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশকে অমান্য করছে। এমন ব্যক্তি নিজেদের পাপের ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত থাকবে এছাড়া আল্লাহতা'লা যে সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটি থেকেও বঞ্চিত থাকবে। কাজেই যারা এই ধরনের দোষে দুষ্ট তাদের জন্য এটি বড়ই চিন্তার বিষয়।

এই প্রবন্ধকারও একথা লিখেছে যে, মানুষ সাধারণত নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন করার জন্য মিথ্যা কথা বলে থাকে, এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। মানুষের কাছ থেকে বাঁচার জন্য, তাদের সামনে না আসার জন্যস্ত্রী-সন্তানকে বলে দেয় বলে দাও ঘরে নেই। অনেকে নিজ সন্তানকে বলে রাখে অমুক আসলে বা ফোন করলে বলে দিবে বাবা ঘরে নেই বা মা ঘরে নেই। এভাবে তারা সন্তানের মাঝেও মিথ্যার অভ্যাস গড়ে তোলে। কাজেই এটি সহজাত বৈশিষ্ট নয় বরং বড়দের কয়েকটি কাজ সন্তানদেরকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়।

তিনি আরো লিখেছেন যে, কোন কারণ ছাড়াই অভ্যাসের বশবর্তী হয়েও অনেকে মিথ্যা বলে থাকে। আর এই অভ্যাসও পরিবেশের কারণেই সৃষ্টি হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, প্রকৃত বিষয়কে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যও মিথ্যা বলে যেন সত্য কথা বলতে না হয়। সত্য গোপন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

অন্যের ক্ষতি করার জন্যও মিথ্যা বলে। ভালো সাজার জন্য মিথ্যা বলে। লোকদের হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। কৌতুক বলার জন্য মিথ্যা বলে। অথচ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন কৌতুকও করা যেতে পারে।

এছাড়া ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য মিথ্যা বলে, ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়াও আর্থিক লাভের জন্য মিথ্যা বলা হয়। এই জরিপটি প্রত্যেক প্রকারের মিথ্যাবাদীদের পৃথক পৃথক শতকরা হার নির্ণয় করেছে। তাদের মধ্যে নিজের দুর্বলতা গোপনকারী, আর্থিক লাভ অর্জনকারী, মানুষের সম্মুখীন হতে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশি। (যখন কেউ কোন অন্যায় করে তখন সে মানুষ দেখলে পালিয়ে বেড়ায়)। অতএব তাদের সমীক্ষার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সব থেকে বেশি মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা এই চারটি ক্ষেত্রে। দোষ-ত্রুটি গোপন করা, আর্থিক লাভ, অন্যান্য স্বার্থ এবং মানুষদেরকে এড়িয়ে চলা।

(National Geographic June 2017 ` Why we lie" p: 36-51)

এটি সেই জাতির স্বরূপ যাদের সম্পর্কে আমাদের মাঝে অনেকেই মনে করে যে তাদের সত্যের মান আমাদের চেয়ে উত্তম। এরাই যদি আমাদের সত্যের মানদন্ড হয়ে থাকে তাহলে একজন মোমেনের জন্য বড়ই চিন্তার বিষয়। কেননা এরা তো এমনিতেই আল্লাহতা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় কিম্বা এরা আল্লাহতা'লার সাথে শরিক করে। কিন্তু আমরা যারা ইমানের দাবি করছি ধর্মের শিক্ষার উপর আমল করার দাবি করছি তারা যদি সত্য থেকে দূরে সরে যাই তাহলে কেবল ধর্ম থেকেই দূরে যাচ্ছি না বরং শিরকেও লিপ্ত হচ্ছি। কাজেই আমাদের সত্যের মান যাচাই করা দরকার এবং সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

আল্লাহতা'লা সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে বলেছেন কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। আল্লাহ'র বান্দার ব্যাপারে তিনি বলেন وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (আল-ফুরকান: ৭৩) যারা কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। কাজেই আমাদের সাক্ষী প্রদান না আর্থিক লাভের জন্য বা অন্য কোন লাভের জন্য মিথ্যা হওয়া উচিৎ। কোন কারণেই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। যদি আমরা রহমান খোদার বান্দা হতে চাই এবং ঈমানে উন্নতি করি তাহলে এই সমস্ত মিথ্যা থেকে বেঁচে চলতে হবে। বরং শয়তান থেকেও বাঁচতে হবে। যেহেতু মিথ্যা বলার কারণে রহমান খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে যখন তাঁর সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। এদের ব্যাপারে ইমাম মাহদী (আ.) বলেন , অতঃপর শয়তানে সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় এবং মানুষ শয়তানের বশবর্তী হয়ে যায়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২ থেকে সংকলিত)

আমাদের সত্যতার মানদন্ড কেমন হওয়া উচিৎ আর কিভাবে মিথ্যা এড়িয়ে চলব- একথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন-

" এখন আমার তোমাদেরকে এই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, তোমরা খুন কোর না, কেননা কোন নেহাতই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছাড়া কে আছে এমন যে, অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করতে উদ্যত হবে? (কেউ কাউকে হত্যা করে না) কিন্তু আমি উপদেশ দিচ্ছি যে, অন্যায়ের উপর হঠকারিতা করে সত্যের আহুতি দিও না। একটি শিশুর কাছ থেকে হলেও সত্যকে গ্রহণ কর। আর যদি বিরুদ্ধবাদীদের কাছে সত্য পাও তবে অনতিবিলম্বে নিজের নিরস যুক্তিবিদ্যা পরিহার কর। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। সত্য সাক্ষ্য দাও যেভাবে আল্লাহতা'লা বলেছেন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (আল-হজ্জ: ৩১) অর্থাৎ মূর্তির পঙ্কিলতা থেকে বেঁচে চল আর মিথ্যা থেকেও কেননা এটি মূর্তি থেকে কোন অংশে কম নয়। তিনি বলেছেন যে বস্তু সত্য থেকে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয় সেটিই তোমাদের সামনে পথের মূর্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। তোমরা সত্য সাক্ষ্য দাও, তা নিজেদের পিতা,ভাই বা বন্ধুর বিরুদ্ধে হলেও। কোন শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়-নীতির পথে অন্তরায় না হয়। "

(ইযালায়ে আওহাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫০)

একজন খৃষ্টান এই আপত্তি তুলেছে যে, রসূলে করীম (সা.) নাকি তিনটি জায়গায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। এবং নিজ ধর্মকে গোপন রাখার জন্য নাকি স্পষ্টভাবে কুরান শরীফে মিথ্যা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে ইঞ্জিলে এমন কোন প্রকারের অনুমতি দেওয়া হয় নি। এর আপত্তির খণ্ডনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" স্পষ্ট থাকে যে, সত্যতা অবলম্বন করার জন্য যতগুলি তাকিদি আদেশ রয়েছে, আমার বিশ্বাস ইঞ্জিলে এর কানা কড়িও নাই। কুরআন শরীফ মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সমকক্ষ বলে আখ্যা দিয়েছে। যেমন বলেছেন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (আল-হজ্জ: ৩১) অর্থাৎ মূর্তিপূজা এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে চল। অপর একস্থানে বলেন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (আন-নিসা: ৩৬) অর্থাৎ হে যারা ইমান এনেছ, তোমরা ন্যায়বিচার ও পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং সত্য সাক্ষ্য দাও যদিও তোমরা অনুমান কর তোমাদের প্রাণের কোন ক্ষতি হতে পারে অথবা তোমাদের পিতা-মাতা,

আত্মীয়-স্বজন তোমাদের এই সাক্ষীর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তবুও সত্য সাক্ষ্য দাও।"

(নুরুল কুরআন, নম্বর ২ ,রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০২-৪০৩)

অতএব এই হচ্ছে সত্যের মান। নি:সেন্দেহে এটি ন্যায়পরায়তার মানদন্ড। কিন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্য না থাকে। একজন মোমেনের জন্য এই মান থাকা জরুরী।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আরেক স্থানে বলেন-

" আল্লাহতা'লা ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যা সত্যতা ব্যতিরেকে অর্জন করা সম্ভব নয় বলেন لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (আল-মায়েদা: ৯) অর্থাৎ শত্রুর শত্রুতা তোমদেরকে যেন সত্য থেকে বিচ্যুত না করে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এর মাঝেই তাকওয়া নিহিত। কখনও চিন্তা করেছ কি যে জাতি অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে, কষ্ট দেয়, রক্তপাত ঘটায়, পিছু নেয়, শিশু ও নারীদের হত্যা করে যেভাবে মক্কার কাফেররা করেছিল। এছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিবৃত হয় না তাদের বিষয়ে ন্যায়পূর্ণ আচরণ করা কতটা কঠিন। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা এই চরম শত্রুদের অধিকারও পদদলিত করেনি বরং তাদের সাথেও ন্যায় বিচার ও সত্যনিষ্ঠ আচরণ করার আদেশ দিয়েছে। আমি সত্যি সত্যি বলছি শত্রুর সাথেও ভাল ব্যবহার করা সহজ কিন্তু শত্রুর অধিকার সংরক্ষণ করা মোকাদ্দমার সময় তাদের বিষয়ে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার বজায় রাখা অনেক কঠিন এবং বীরত্বপূর্ণ কাজ। অধিকাংশ মানুষ নিজ শত্রুর সাথে ভালবাসাপূর্ণ ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কিন্তু তাদের অধিকারকে আত্মসাৎ করে বসে (অধিকার আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেয়) একভাই আরেক ভাইয়ের সাথে ভালবাসা রাখে কিন্তু ভালবাসার অন্তরালে তার সঙ্গে প্রতারনা করে অধিকার হরণ করে নেয়। যেমন একজন জমিদার ধূর্ততা করে তার নাম সরকারী কাগজে লেখায় না। আর এমনিতে মনে হয় এত ভালবাসে যে তার জন্য হয়তো জীবন উজাড় করে দিবে। (এমন অনেক ঘটনা সামনে আসে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনেক আত্মীয় স্বজন জমির কাগজ নিজের নামে করে নেয় অথবা প্রকৃত মালিকের নাম লিখে না। সঠিকভাবে স্বাক্ষী দেয় না। এ কারনে তাদের আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়।) তিনি বলেন- " অতএব এখানে আল্লাহ ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন নি। বরং ভালবাসার মানের কথা বলেছেন। কেননা যে ব্যাক্তি তার ঘোর শত্রুর সাথেও ন্যায়বিচার করবে এবং সত্যকে বিসর্জন দিবে না, সে-ই সত্যিকার অর্থে ভালবাসে।"

(নুরুল কুরআন, ২নং, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৯-৪১০)

অতএব এই মান কেবল সাময়িক লাভের জন্য নয়, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং একজন মোমেনের সত্যবাদীতার মান হল সে তার শত্রুর ক্ষতি করার জন্যও মিথ্যা কথা বলবে না। যখন শত্রুর সাথে সত্যতার এই মান প্রতিষ্ঠিত হবে তখন পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সত্যতার মান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ভালবাসার মানও বৃদ্ধি পাবে। আর ভালবাসার মধ্যে মিথ্যা থাকে না। এটি হতে পারে না কাউকে ভালও বাসবো আবার তাকে মিথ্যা কথাও বলব। কেননা ভালবাসা লাগামহীন হয়ে থাকে। অতএব যখন সত্যবাদীতার এমন মান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কেউ তার ভাইকে কোন প্রকারের ধোকা দিতে পারে না।

সত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন: " অবৈধ সম্পদ ভোগ করা ততটা ক্ষতি পৌঁছায় না যতটা মিথ্যা কথা। এর দ্বারা কেউ যেন এমন ধারণা না করে বসে যে, অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করা ভাল, তবে সে বিরাট ভুল করছে। আমার কথার উদ্দেশ্য হল কেউ যদি নিরুপায় শুকরের মাংস ভক্ষণ করে তবে তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যদি সে নিজের মুখে শুকরের ফতোয়া দেয় তবে সে ইসলামের গন্ডী থেকে দূরে সরে যায়। (নিরুপায় অবস্থায় শুকরের মাংস খাওয়ার অনুমতি আছে। অনাহারে জীবন সংকটাপন্ন হলে তবে খেতে পারে। কিন্তু যদি মুখে ফতোয়া দেয় যে শুকর খাওয়া বৈধ তবে এটি তাকে ইসলাম থেকে দূরে করে দেয়) এমন মানুষ হারামকে বস্তুকে হালাল বলে গণ্য করে। মোটকথা এর থেকে জানা যায় যে, জিহ্বা ফসকে যাওয়া ভয়ানক বিষয়। এই কারণে মুত্তাকী নিজেদের জিহ্বার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে। তার মুখ থেকে তাকওয়া পরিপন্থী কোন কথা বের হয় না। অতএব তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে শাসন কর, উল্টো জিহ্বা যেন তোমাদের উপর কর্তৃত্ব না করে এবং তোমরা অপলাপ করতে আরম্ভ কর।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৩)

মানুষের মুখের কথার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এটিই হল জিহ্বাকে শাসন করা। যা মুখে এল বলে দিল-এটা মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। এর ফলে সত্য-মিথ্যা প্রত্যেকটি কথা বেরিয়ে আসে এবং কলহ-বিবাদ জন্ম নেয়। অতএব সবসময় এদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত যে, আমাদের জিহ্বা যেন সত্যের সেই মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত থাকে যা কেবল শিরক থেকেই নিরাপদ রাখবে না বরং তাকওয়ার মানদন্ডও অর্জনকারী হবে।

মিথ্যায় লিপ্ত মানুষদের বিভিন্ন অবস্থা যা আমি পূর্বে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছি সেগুলিকে সামনে রেখে প্রত্যেকের উচিত আত্ম-বিশ্লেষণ করা যে, সে কোন প্রকারের মিথ্যার মধ্যে লিপ্ত নয় তো? যদি লিপ্ত থাকে তবে কিভাবে তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মুক্তি পাওয়ার পথ তো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এবিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার তৌফিক দান করুন এবং সত্যবাদীতার উর্দ্ধে সহজ-সরল কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দিন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যকর্ম যা একজন মোমেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যেটি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে সেটি হল বিনয় এবং অহমিকা থেকে দূরত্ব। আল্লাহ্ তা'লা অহংকার প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে একস্থানে বলেন- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (লুকমান: ১৯) " এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে নিজের গাল ফুলাইও না, এবং ভুপৃষ্ঠে অহংকারের সহিত চলিও না, কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন। তিনি একস্থানে বলেন, " এমন মানুষ যারা আম্বিয়াদের থেকে লক্ষ কোটি স্তর নীচে অবস্থান করে (আম্বিয়াগণের সঙ্গে তারা তুলনায় আসে না) যারা দুই দিন নামায পড়ে অহংকার প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে। অনুরূপভাবে রোযা, হজ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার পরিবর্তে তাদের মধ্যে অহংকার জন্ম নেয়। (এখন রমযান মাস, অনেকে ইবাদত করে। যদি কোন সত্য-স্বপ্ন দেখে তবে তার কারণে যারপরনায় গর্বিত হয়ে ওঠে। এটি থেকে বিরত থাকা উচিত। এস্তেগফার করা উচিত।) মনে রেখ অহংকার শয়তানের কাছ থেকে আসে। আর তাকে শয়তান বানিয়ে দেয়। যতক্ষণ মানুষ এ থেকে বিরত না হবে, সত্য গ্রহণ এবং আল্লাহর অনুগ্রহের রাস্তায় এটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কোন ধরনের অহংকার করা উচিত নয়। না জ্ঞানের, না ধন সম্পদের, না যোগ্যতার, না ব্যক্তিসত্তার আর না বংশ-গৌরবের। কেননা এ সমস্ত বিষয় থেকে সবচেয়ে বেশি অহংকারের সৃষ্টি হয়। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে এ অহংকারসমূহ থেকে পুত: পবিত্র না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর কাছে নৈকট্যভাজন বলে পরিগণিত হতে পারবে না। এবং সে তত্ত্ব- জ্ঞানের সেই উপকরণ লাভ করতে পারে না যা প্রত্যাখ্যাত বস্তুকে ভস্মীভূত না করে দেয়।। মানুষের যে আবেগ-অনুভুতি যা মন্দ দিকে নিয়ে যায় এই আবেগ অনুভুতিকে ধ্বংস করার জন্য যে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন সে সময় পর্যন্ত লাভ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ অহংকার থেকে বেরিয়ে আসবে এবং বিনয় অবলম্বন করবে। কারণ এটি শয়তানের অংশ। এটিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। শয়তানও অহংকার করেছিল এবং আদমের থেকে নিজেকে শ্রেয় বলে মনে করেছিল এবং বলেছিল- اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (আরাফ: ১৩) তারপর তার পরিণাম এই দাঁড়াল যে, সে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে বিতাড়িত হলো আর আদমকে তত্ত্ব জ্ঞান দান করা হল। সে নিজের দুর্বলতা সমূহ উপলব্ধি করতে লাগলো আর এভাবে আল্লাহতায়ালার ফজলের অধিকারী হলো। সে ভালো করে জানত যে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়। এ কারণে দোয়া করল رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (আরাফ: ২৪) "

হযরত ইমাম মাহদী (আ) এ দোয়াকে পাঠ করার জন্য জামাতকে নসীহত করেছেন। এই দোয়া সর্বদা পাঠ করা উচিত। আজকাল আমরা রমযানের শেষ দশদিন অতিবাহিত করছি। আগুনের আযাব থেকে আল্লাহতায়ালার দয়া লাভের জন্য এই দোয়া অত্যন্ত জরুরী।

এই সেই রহস্য, যা হযরত ঈসা (আ) কে বলা হয়েছিলো হে পুণ্যবান শিক্ষক! হযরত ঈসা (আ) জবাব দেন, তুমি আমাকে পুণ্যবান কেন বলছ? অথচ: বর্তমানে নির্বোধ খৃষ্টানরা একথা বলে এ বাক্যের উদ্দেশ্য নাকি এই ছিল যে তুমি আমাকে খোদা কেন বলছ না? অথচ হযরত ঈসা (আ) কতই না সূক্ষ্ম কথা বলেছেন যা কিনা আল্লাহর নবীদের বৈশিষ্ট্যের মূল বিষয়বস্তু। কেননা তাঁরা জানত প্রকৃত পুণ্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তিনিই সেই উৎস। তাঁর কাছ থেকেই তা নির্গত হয়। তিনি যাকে চান, তাঁকে দান করেন। যাকে চান তাঁকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু নির্বোধরা এমন উৎকৃষ্ট ও এবং মূল্যবান কথাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে অহংকারী ও দাম্ভিকরূপে প্রমাণ করেছে অথচ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী প্রকৃতির মানুষ।"

অত:পর পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার মতে পুত: পবিত্র হওয়ার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে মানুষ যেন সকল প্রকার অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করে। যদি পবিত্র হতে চাও, তাহলে সকল প্রকার অহংকার, অহমিকা পরিত্যাগ করো। না জ্ঞানের, না বংশের, না সম্পদের। আল্লাহতায়ালা যাকে চোখ দান করেন, সে দেখে যে প্রত্যেক আলো যা অন্ধকারকে দূর করে তা আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়। আর মানুষ সর্বদা আসমানী আলোর মুখাপেক্ষী থাকে। মানুষ চোখ দ্বারা দেখতে পারে না যতক্ষণ না আকাশ থেকে সূর্য আলো প্রদান করে। অনুরূপপভাবে অভ্যন্তরীন জ্যোতি যা সকল প্রকার অন্ধকারকে দূর করে এবং তার স্থানে তাকওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতি সৃষ্টি করে তা আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়। আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের তাকওয়া, ঈমান, ইবাদাত, পবিত্রতা সমস্ত কিছুই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় আর তা কেবল আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তিনি চাইলেই সেটিকে প্রতিষ্ঠিতও রাখতে পারেন আবার দূরেও ঠেলে দিতে পারেন।"

তিনি আরো বলেন, কাজেই সত্যিকারের মারেফাত সেই বস্তুর নাম যখন মানুষ নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহতায়ালার দরবারে বিনয়াবনত হয়ে তাঁর ফজল অন্বেষণ করে। আর সেই মারেফাতের জ্যোতি কামনা করে যা প্রবৃত্তির আবেগ অনুভুতিকে ভস্মীভূত করে ফেলে এবং তার মধ্যে এক জ্যোতিঃ, পুণ্যের জন্য শক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। অত:পর সে যদি তাঁর অনুগ্রহ থেকে অংশ পেয়ে যায়, এবং কখনও যদি বক্ষ উন্মুক্ত হয় তা হলে সে অহংকার ও গর্বে আত্মহারা হবে না। (যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়, দোয়া কবুলিয়তের দৃশ্য দেখতে পায় হৃদয়ে এক প্রকার প্রশান্তি সৃষ্টি হয় তাহলেও তাতে অহংকার ও বড়াই করো না।) যেন বিনয় তার মাঝে আরো বেশি উন্নতি করে। এ সম্পর্কের কারণে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের কারণে বিনয় ও নম্রতা আরো বৃদ্ধি করো। কেননা সে যতই নিজেকে তুচ্ছ মনে করবে ততই তাঁর উপর আল্লাহতায়ালা নূর অবতীর্ণ হতে থাকবে। যা তাকে আরো বেশি আলোকিত ও শক্তি দান করবে। যদি মানুষ এই বিশ্বাস রাখে তাহলে অবশ্যই আল্লাহতায়ালার ফজলে তাঁর চারিত্রিক অবস্থা উন্নতি করবে। পৃথিবীতে নিজেকে কিছু একটা মনে করাও অহংকার। এরপর তার অবস্থা এরুপ হয়ে যায়, সে অন্যের উপর অভিসম্পাত করে এবং তাকে তুচ্ছ মনে করে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৭৫-২৭৭)

অহংকার দূর করার জন্য জরুরী হল মানুষ যেন তার প্রত্যেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহতায়ালার প্রতি আরোপিত করে এবং প্রত্যেকটি ভাল বিষয়কে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এটি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ) বলেন, এই কলুষতা যা মানুষের আবেগ অনুভুতির এবং যেগুলি কদাচার, অহংকার, লৌকিকতা ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে অংশ এবং মন্দ স্বভাব ইত্যাদিরুপে প্রকাশিত হয় সেগুলির উপর যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু আসে এবং আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেন এই পরিত্যক্ত উপকরণ জ্বলতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মারেফাতের আগুন সেগুলিকে গিলে না ফেলে। যার মধ্যে এই মারেফাতের আগুন সৃষ্টি হয়ে যায় সে ঐ সকল চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে থাকে এবং বড় হয়েও নিজেকে ছোট মনে করে এবং নিজ সত্তার কোনও বাস্তবতা খুঁজে পায় না। এবং সেই নুর ও জ্যোতি নিজেদের যোগ্যাতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিণাম বলে মনে করে না বা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে না যা মারেফাতের মাধ্যেম সে লাভ করে থাকে। বরং এটিকে সেই খোদারই কৃপা ও অনুগ্রহ জ্ঞান করে। যেরূপ একটি দেওয়ালে সূর্যের কিরণ ও রৌদ্রের ছটা পড়ে সেই দেওয়ালটিকে আলোকিত করে দেয়, কিন্তু এ নিয়ে দেওয়াল কোন গর্ববোধ করতে পারে না যে এই আলোর উৎপত্তি তার যোগ্যতার কারণে। এটি ভিন্ন বিষয় যে দেওয়ালটি যত পরিস্কার হবে তদনুরূপ আলোর তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই আলোর উৎপত্তিতে দেওয়ালের নিজস্ব যোগ্যতার ভূমিকা নেই বরং এই কৃতিত্বের গৌরব সূর্যের। অনুরূপভাবে দেওয়াল সূর্যকে একথাও বলতে পারে না যে, আলো ফিরিয়ে নাও। আম্বিয়াগণের পবিত্র সত্তাও এমন হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণে মারেফাতের জ্যোতিঃ তাদের উপর প্রতিফলিত হয়ে আলোকিত করে। এই কারণেই তারা ব্যক্তিগতভাবে কোন দাবি করে না, বরং যাবতীয় কল্যাণকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে সম্পৃক্ত করে। আর এটিই চিরন্তন সত্য। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি নিজের কর্মের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন? এর উত্তরে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, কক্ষনো না, বরং খোদার কৃপার মাধ্যমে। আম্বিয়াগণ কখনও কোন শক্তিকে নিজের বলে দাবি করে না। তাঁরা খোদা থেকেই শক্তি লাভ করেন এবং তাঁরই নাম উচ্চারণ করেন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৫)

অতএব আম্বিয়া (আ.) যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হয়ে থাকেন তাদের অবস্থা যদি এমন হয় তবে সাধারণ মানুষকে কি পরিমাণ বিনয় প্রদর্শন করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে আরও বেশি আনুগত্য করতে হবে তা ভাবার বিষয়।

অহংকার মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে মৃত্যু নিয়ে আসে এবং খোদা তা'লা থেকে মানুষ দূরে সরে যায়। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা বড়ই কৃপালু ও দয়ালু। তিনি মানুষের লালন-পালনের সমস্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি মানুষের উপর কৃপা করেন এই কারণেই তিনি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও রসুলদেরকে প্রেরণ করে থাকেন যাতে বিশ্ববাসীকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু অহংকার বড়ই ভয়ানক ব্যাধি। যে মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি জন্ম নিবে তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু অনিবার্য।" তিনি বলেন- আমি নিশ্চিত জানি যে, এই ব্যাধি হত্যার চেয়ে বেশি ভয়ানক। অহংকারী শয়তানে ভাই হয়ে থাকে। এই কারণে অহংকারই শয়তানকে অপদস্ত করেছে। এই জন্য মোমিন হওয়ার শর্ত হল অহংকার না থাকা বরং বিনয় থাকা। এটি খোদা তা'লার প্রতাদিষ্ট পুরুষগণের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে পরম মার্গের বিনয় থাকে এবং এই গুণটি আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। তাঁর এক সেবককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমার সঙ্গে তিনি (সা.) কেমন আচরণ করেন? সে উত্তর দিল, সত্য কথা হল আমার থেকে বেশি তিনিই আমার সেবা যত্ন করেন। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০১)

জামাতকে এ সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: " পৃথিবীতে সর্বত্রই অহংকার বিরাজ করছে। উলেমারা নিজের জ্ঞানের আস্ফালন এবং দাম্ভিকতায় নিমগ্ন। পীর-ফকিরদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবে তাদের অবস্থা বিচিত্র। আত্ম-সংশোধনের কোন বালাই নেই। (প্রত্যেকে অহংকারে মত্ত, আত্ম-সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নেই) তাদের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী কেবল বাহ্যিকতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এই কারণে তাদের সাধ্য-সাধনাও বিচিত্র রকমের। যেমন- যিকরে আররা যা নবুয়তের ঝর্ণাধারা থেকে প্রমাণিত হয় না। (আঁ হযরত সা.-এর পবিত্র জীবন থেকে এমন যিকর বা সাধনার সন্ধান পাওয়া যায় না।) আমি লক্ষ্য করছি অন্তরকে পবিত্র করার জন্য কোন মনোযোগই নেই। কেবলই শরীরটুকু অবশিষ্ট রয়েছে যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাম-গন্ধ পর্যন্তও নেই। এই সাধনা না অন্তরকে পবিত্র করতে সক্ষম, আর না এটি মারেফাতের প্রকৃত জ্যোতিঃ প্রদান করতে পারে। অতএব এই যুগ এখন নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য । নবুবী পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে এবং ভুলে যাওয়া হয়েছে। এখন আল্লাহ্ তা'লা অভিপ্রায় হল সেই নবুয়তের যুগের পুনরাগমণ ঘটুক, তাকওয়া ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হোক আর এই কাজটি তিনি করতে চান এই জামাতের মাধ্যমে। তিনি বলেন, প্রকৃত সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করাই এখন তোমাদের কর্তব্য। (আল্লাহ্ যখন চাইছেন তখন জামাতের সদস্যদের কর্তব্য হল প্রকৃত সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হওয়া) তিনি বলেন, তোমরা প্রকৃত সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর। সেই পদ্ধতিতে যেটিকে আঁ হযরত (সা.) সংশোধনের পদ্ধতি বলেছেন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চালিত হয়ে সকল মন্দ কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং সকল উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার তৌফিক দান করুন। আমাদের সত্যতার যেন সেই মান প্রতিষ্ঠিত হয় যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে তোলে এবং আমাদের বিনয়েরও যেন সেই মান প্রতিষ্ঠিত হয় যেটি খোদা তা'লার নিকট প্রিয়। আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের এমন সদস্য হয়ে উঠি যেমনটি তিনি দেখতে চেয়েছেন।

(খুতবা অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম)

সত্যের সন্ধানে

আগামী ২০-২৩ শে জুলাই, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত চারদিন ব্যাপি 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান এম.টি.এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। এই অনুষ্ঠানে আপনারা টেলিফোন, ইমেল ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে নিজেদের অথবা অ-আহমদীদের বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগিনীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের এই অনুষ্ঠানগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুইয়ের পাতার পর....

দেওয়া তিনটি তালাককে তিনটি হিসেবেই গণ্য করা হয় যাতে মানুষ সতর্ক হয়। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ শাস্তি হিসেবে ছিল, এটিকে চিরস্থায়ী আদেশ বলা যেতে পারে না।" (ফিকা আহমদীয়া, পার্সনল ল' পৃষ্ঠা: ৮০)

শরীয়ত একজন মুসলমান পুরুষকে তিন তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একত্রে তিনটি তালাক প্রয়োগ করার অধিকার দেয় নি, বরং তিনটি পৃথক পৃথক সময়ে প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছে।

বস্তুতপক্ষে পর্যায়ক্রমে তিন তালাক দেওয়ার অধিকার পুরুষদের উপর শরীয়তের এক বিরাট অনুগ্রহ। এই কারণে যে, এক্ষেত্রে পুরুষকে চির-বিচ্ছেদের পূর্বে বারংবার চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তিন তালাকের পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়ত এই সুযোগ দিয়েছে যে, নির্বুদ্ধিতাবশতঃ গৃহীত পদক্ষেপ সংশোধনের অবকাশ রাখা হয়েছে। তালাকের পর যদি অনুশোচনা ও আক্ষেপ হয় তবে সংশোধনের জন্য অন্ততঃপক্ষে একটি সুযোগ হাতে থাকা উচিত, নচেৎ শরীয়তের উপরই একটি বিরাট আপত্তি এসে পড়ে যে, অনুশোচনা ও অনুতাপের পর সংশোধনের কোন পথ খোলা রাখে নি। কিন্তু শরীয়তের এই অনুগ্রহকে অজ্ঞ উলেমাগণ এবং জনসাধারণ উপহাসের বিষয়ে পরিণত করেছে এবং একটি কৃপা সদৃশ একটি আদেশকে নিজেদের জন্য ভোগান্তির কারণ বানিয়ে ছেড়েছে।

ইসলামে নিকাহ এক অতি পবিত্র চুক্তিবন্ধন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় বা বিবাদের কারণে এই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করার অভিপ্রায় শরীয়তের কখনোই ছিল না। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায়, যখন কোন অবস্থাতেই স্বামী-স্ত্রীর একত্রে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না, সেই সময় শরীয়ত এই চুক্তিবন্ধনকে ভেঙ্গে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আঁ হযরত (সা.) তালাককে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি (সা.) বলেন- اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاق

(আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক)

অর্থাৎ বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার নিকট নিকৃষ্টতম হল তালাক।

আমরা পুনরায় নিবেদন করছি যে, নিকাহর পরিণামে একজন পুরুষ তিন তালাকের অধিকার পায় ঠিকই, কিন্তু শরিয়ত একত্রে তিন তালাক দেওয়ার অনুমতি পুরুষকে দেয় না। কোন মুসলমান পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় সে একটি তালাক উচ্চারণ করে এবং মৌখিক অথবা লিখিতভাবে স্ত্রীকে তালাক সম্পর্কে অবগত করে এবং দুই জন সাক্ষী নিযুক্ত করে। সংবাদ পাওয়ার পর তালাক কার্যকর হতে আরম্ভ করে। এক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য তিন মাসের সময় আছে, এই তিন মাসের মধ্যে সে চাইলে নিজের দেওয়া তালাক ফিরিয়ে নিতে পারে, অর্থাৎ তালাক থেকে সরে আসতে পারে বা প্রত্যাবর্তন করতে পারে, যাকে ফিকার পরিভাষায় তালাকে রাজঈ বলা হয়ে থাকে। আর যদি সে প্রত্যাবর্তন না করে তবে তিন মাস অতিক্রান্ত হতেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে, যাকে ফিকার পরিভাষায় তালাকে বায়েন বলা হয়। বায়েন তালাকের অর্থ হল সেই তালাক যা কার্যকর হয়ে গেছে এবং স্বামীর জন্য প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে পুরুষ পুনরায় নতুনভাবে নিকাহ করে সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে দুটি ক্ষেত্রেই পুরুষের পক্ষ থেকে একটি তালাক কার্যকর হবে, যদি সে প্রত্যাবর্তন করে সেক্ষেত্রেও এবং যদি প্রত্যাবর্তন না করে এবং তালাক বায়েনে পরিণত হয়ে সেক্ষেত্রেও একটি তালাক হিসেবে গণ্য কর হবে।

এটি হল তালাক দেওয়ার শরিয়ত সম্মত পন্থা। প্রথমতঃ লিখিত বা মৌখিক তালাক দেওয়ার পূর্বে পুরুষকে এমন অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করতে হয় যেখানে মীমাংসা করার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়, যেমন- বিচারের কার্যবিধি। আর পুরুষ যখন তালাক দিয়ে ফেলে, তখনও তার কাছে ভাবনা-চিন্তার করার জন্য তিন মাসের সময় থাকে, যে সময়ের মধ্যে সে নিজের স্ত্রীকে দেওয়া তালাক ফিরিয়ে নিতে পারে।। শরিয়তের অভিপ্রায়এটিই যে, যেন একটি একটি করে তালাক দেওয়া হয় এবং পৃথক পৃথক সময়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর খুবই প্রয়োজন হলে তবেই দেওয়া হয়। অন্যথায় তিন তালাকই নয় বরং যদি তিন লক্ষ তালাক দেওয়ার অধিকারও দেওয়া হত তবুও কোন উপকার ছিল না যদি সেগুলি একত্রে দেওয়া হত। একটু ভেবে দেখুন! শরীয়তের এমন উদ্দেশ্য থাকত যে, তিনটি তালাক একত্রেও দেওয়া যেতে পারত তবে একটি তালাকই যথেষ্ট ছিল। তিনটি তালাকের প্রয়োজন কি ছিল? যদি তিনটি তালাক একত্রে উচ্চারণ করা হয় এবং ধরে নেওয়া হয় যে, তিনটি তালাকই সম্পন্ন হয়ে গেছে, তবে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হওয়ার পর সংশোধনের এবং প্রত্যাবর্তনের কোন পথ খোলা থাকত না। এবং শরিয়তের উপর অভিযোগ আসত যে, প্রত্যাবর্তনের কোন পথ রাখে নি। অতএব, কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে একত্রে তিন তালাকের শরিয়ত সম্মত কোন গুরুত্ব নেই। যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ তিনটি তালাক দিয়ে বসে তবে তা তিনটি নয় বরং একটি তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে।

কুরআন মজীদে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ

অর্থাৎ সেই তালাক যেখানে ফিরে আসার অবকাশ আছে তা দু'টি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে রসূলুল্লাহ (সা.) তৃতীয় তালাকের উল্লেখ কোথায় করা হয়েছে? তিনি (সা.) বললেন, তৃতীয় তালাকের উল্লেখ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ-এর মধ্যে করা হয়েছে। এখানে 'মাররাতান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল, একটির পর অপরটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তালাক দিতে হবে এবং তৃতীয় তালাকের পর চির-বিচ্ছেদ ঘটবে এবং স্বামী-স্ত্রী কখনও নিজেদের মধ্যে নিকাহ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন-এর আদেশ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ পূর্ণ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" যদি তিনটি তালাক একত্রে দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তবে স্বামীকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সেই স্ত্রীকে নিকাহ করতে পারে, কেননা এই তালাক অবৈধ ছিল। বস্তুতঃ কুরআন করীমকে গভীরভাবে অধ্যায়ন করলে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, পুরনো সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া খোদা তা'লার নিকট অত্যন্ত অপছন্দীয়। এই কারণেই তিনি তালাকের জন্য বড় বড় শর্ত আরোপ করেছেন। পৃথক পৃথক সময়ে তিনটি তালাক দেওয়া, তাদের সহাবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়গুলি কেবল এই কারণে যে, যদি কোন সময় তাদের মনের বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে পরস্পর মীমাংসা হয়ে যায়। .....খোদা তা'লা বলেন- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ (আল-বাকারা: ২৩০) অর্থাৎ দুইবার তালাক হওয়ার পর হয় তাকে ভালভাবে গ্রহণ করা হোক নচেৎ উত্তম পন্থায় তাকে পৃথক করে দেওয়া হোক। এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও যদি তাদের মধ্যে কোন মীমাংসা না হয় তবে সংশোধন হওয়া সম্ভব নয়। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৩, এডিশন-২০০৩, লন্ডনে মুদ্রিত)

নিঃসন্দেহে কয়েকটি সম্প্রদায় একত্রে দেওয়া তিন তালাককে তিনটি বলে ধরে নিয়েছে, এবং সেটিকে তালাকে বাত্তা হিসেবে গণ্য করেছে, অর্থাৎ এমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটে যায়, কিন্তু, এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। মানুষ যখন কোন ভুল পদক্ষেপ নেয়, তখন তার পরের পদক্ষেপটিও ভুল হয়। সুতরাং এই বিদাতকে প্রচলন দেওয়ার পরিণামে মুসলমানদের মধ্যে 'হালালা'র ন্যায় ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় প্রথার জন্ম নিয়েছে। নামধারী উলেমারা নিরীহ ও সরল জনসাধারণকে ধ্বংসের গহ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক ও বুদ্ধি দিন এবং এরা যেন ইমাম মসীহ ও মাহদীকে মান্য করে নিজেদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর করে তোলে।

(ক্রমশঃ.....)

একের পাতার পর....

আকিদা (ধর্মীয়-বিশ্বাস) অনুসারে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, এমতাবস্থায় তোমরা কার সঙ্গে জেহাদ করিবে? কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদা তরবারির মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাঁহার ধর্মকে নিদর্শন দ্বারা জগতে বিস্তার করিবেন এবং কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না এবং স্মরণ রাখিও ঈসা আর কখনও অবতীর্ণ হইবেন না। কেননা, তিনি فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ (অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে- ৫ঃ ১১৮- অনুবাদক)

আয়াতের মর্ম অনুযায়ী কিয়ামতের দিন যে অস্বীকার করিবেন যে, তাহাতে পরিস্কার একথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমণ করিবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাঁহার অজুহাত ইহাই হইবে যে, খৃষ্টানগণের পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়ে তিনি অবগত নহেন। কিয়ামতের পূর্বে যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি কি এই উত্তর দিতে পারেন যে, খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা কিছুই তিনি জানেন না? অতএব এই আয়াতে তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যান নাই। আর যদি কিয়ামতের পূর্বে তাঁহাকে দুনিয়াতে আসিতে হইত এবং ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর বাস করিতে হইত, তাহা হইলে খোদা তা'লার সম্মুখে তিনি একথা মিথ্যা বলিয়াছেন যে, খৃষ্টানদের অবস্থা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার তো বলা উচিত ছিল যে, দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আমি দুনিয়াতে প্রায় চল্লিশ কোটি খৃষ্টান পাইয়াছি, তাহাদের সকলকেই দেখিয়াছি এবং তাহাদের বিপথগামিতার বিষয়েও আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি, আমি তো পুরস্কার পাইবার যোগ্য কারণ সকল খৃষ্টানকে আমি মুসলমান করিয়াছি এবং ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। 'আমি জ্ঞাত নহি' -এ কথা বলা ঈসা (আ.)-এর পক্ষ কত বড় মিথ্যা হইবে।

মোটকথা, কুরআন শরীফের এই আয়াতে অতি পরিস্কারভাবে ঈসা (আ.)-এর এই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমণ করিবেন না এবং ইহাই সত্য কথা যে, মসীহ মৃত্যু লাভ করিয়াছেন; শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

এখন খোদা তা'লা স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিবেন। খোদা তা'লার পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর নহে, কেননা তাহা নিদর্শনরূপে হয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে আপত্তিকর, কারণ তাহা বল প্রয়োগে হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৬)

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা খৃষ্টান ও ইহুদী উভয়কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে, এস! আমরা সেই বিষয়ে ঐক্যমত হই, সেই কলেমা বা বাণীর উপর ঐক্যবদ্ধ হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন আর সেই অভিন্ন কলেমা হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা। * আমরা, যারা প্রকৃত মুসলমান, সমস্ত আম্বিয়াগণের উপর বিশ্বাস রাখি। আমরা এই বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক জাতিতে এবং প্রত্যেক ধর্মে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আম্বিয়া, প্রত্যাদিষ্ট ও পুণ্যবান পুরুষগণ আবির্ভূত হয়েছেন যারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। * আমাদের হাসপাতালের ৯০ শতাংশ রোগী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। আমাদের স্কুলগুলির ৯০ শতাংশ ছাত্র খৃষ্টান অথবা তাদের কোন ধর্ম নেই, কিম্বা তারা অন্য কোন ধর্মের। * জামাত আহমদীয়া যেখানেই সর্বত্রই মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে' মন্ত্রের পূর্বাপেক্ষা অধিক উপর জোর দিয়ে থাকে। এবং প্রতিবেশী ও বিশ্ববাসীকে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের এটিই কর্তব্য।

হুযুর আারনায়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া

খলীফাতুল মসীহ্র চেহারায় সব সময় হাসি ও ভালবাসার দীপ্তি ছিল। তাঁর চেহারায় আমি খোদার দর্শন লাভ করেছি। * খলীফাতুল মসীহর প্রতেকটি কথা সত্য এবং সময়োপযোগী ছিল। * হুযুর আনোয়ারের চেহারায় আধ্যাত্মিকতা ফুটে উঠছে। খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *আজকের অনুষ্ঠান বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোক বর্তিকার মর্যাদা রাখে। খলীফার ভাষণ মহিমান্বিত ছিল যাতে তিনি ভালবাসা এবং প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। * খলীফার বক্তব্য আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। আমার মনে গভীর প্রভাব পড়েছে। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ছিল। *আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, ছোট্ট একটি জামাতের ছোট্ট একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য এত বড় মযার্দা সম্পন্ন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়টি আপনাদের খলীফার মর্যাদাকে আরও মহান করে তুলেছে। এর মাধ্যমে জামাতের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার ছবিটি ফুটে ওঠে।

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

* এরপর ডক্টর মাইকেল উইলকি নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি ওয়াল্ডশাট টিনজেন কাউন্টির লোরাহ টিনজেন টাউনের মেয়র। তিনি বলেন: মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আপনার আমন্ত্রণ সানন্দে স্বীকার করেছি। কেননা আমি আপনাকে আগে থেকেই জানতাম। এখানে ইসলামের প্রতি এক প্রকারের ভীতি রয়েছে, কেননা, প্রায় প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, যেমন- বার্লিন, স্টকহোম, লন্ডন ও প্যারিসে মুষ্টিমেয় মানুষ ইসলামের নামে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। এই কারণেই ভীতির সঞ্চার হয়েছে যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হল পারস্পরিক অজ্ঞানতা দূর করে নিজেদের মধ্যে পরিচিতি ও সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা দরকার যাতে পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, দুই বছর পূর্বে জামাতের সদস্যরা আমার কাছে এসে প্রস্তাব দেয় যে, যেভাবে জার্মানীর অন্যান্য অঞ্চলে নতুন বছরের সূচনায় তাদের সম্প্রদায় শহর পরিস্কার করে, অনুরূপভাবে তারাও নিজের শহরও পরিস্কার করতে চায় যাতে তারা সমাজে নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারে। আমি এ বিষয়ে জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি ভীতিপূর্ণ পরিবেশকে সংশোধন করার জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে। আমি এ বিষয়ে গর্বিত যে, আমি এমন এক শহরের মেয়র যেখানে ১১২ টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। ১০ বছর থেকে আমরা মুসলমান ভাইদের জন্য রমযানের ইফতারী অনুষ্ঠানও করে আসছি যা এই ভীতি দূর করার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকেও বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন তৈরী হয় এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের শান্তির বাণীর প্রসার করি। এখন আপনাদের নতুন জীবন এই মসজিদের সঙ্গে আরম্ভ হতে যাচ্ছে। আমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

*এরপর টিনজেন শহরের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদরী স্টকবার্গার নিজের বক্তব্যে বলেন: সর্ব প্রথম আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং অন্যান্য অতিথিবর্গকে স্বাগত জানাই। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব মতবাদ ও ঐতিহ্য রয়েছে। প্রত্যেকের পবিত্র তীর্থস্থান, উৎসব এবং পবিত্র মনিষী রয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন প্রথা ও আচারানুষ্ঠানও পাওয়া যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলে ঐক্যমত যে খোদা তা'লা এক ও অ-দ্বিতীয়। এই মতবাদে ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী, কিন্তু আপনি যদি কোন হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন তখন এক খোদার মতবাদ উপস্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়বে। এর সমাধান হল এই যে, সত্য ধর্মের স্বরূপ নিজে থেকেই প্রকাশ পেতে থাকবে এবং সফলতা অর্জন করতে থাকবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অতএব সত্য সবসময় সফলতা অর্জন করবে। সত্যের সফলতা এবং বিজয়ের ভিত্তি হবে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। প্রেম-ভালবাসা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই সফলতা অর্জন করে। আমরা যদি প্রেম-প্রীতির প্রসার করতে চাই তবে আমাদেরকে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন মতবাদ যেগুলি শান্তি-ভিত্তিক সেগুলির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমাদের সকলের নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সহাবস্থান করা অবশ্যই সম্ভব, এ বিষয়ে আমাদের লড়াই করার করার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে অনেক সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয় ঠিকই, কিন্তু যদি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বজায় থাকে ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবে সেই ভীতি অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি সবশেষে বলেন, আমি এবিষয়টি পুনরায় স্পষ্ট করতে চাই যে, আমাদেরকে এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আমরা সকলে এক খোদার সন্তান এবং একই পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের একটি আইন বলবৎ আছে। এই আইনে প্রত্যেকের জন্য এই অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে যে মানুষকে নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মানুষকে আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রদান করা একটি মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়। এইভাবেই আমরা জার্মানীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকতে পারি। আমাদের জন্য একত্রে থাকার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়া উচিত নয়। আর বিশেষ করে আপনাদের জামাতের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে তা এমন প্রকারের যেগুলিতে আমরা খৃষ্টান হিসেবে ভালভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারি। এ বিষয়টি নিয়ে আমি যারপরনায় আনন্দিত। আমি আশা করি পারস্পরিক প্রেম-প্রীতিই আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরও বেশি করে একত্রে বসবাস করার সুযোগ করে দিবে। আমি আমীর সাহেবের বক্তব্যে শুনেছি যে, আপনাদের জামাত অন্যান্য দেশে খৃষ্টানদেরকেও উপাসনাগারের সুযোগ করে দেয়। এটি তো খুবই ভাল কাজ। এইভাবে একত্রে থাকা অবশ্যই সম্ভব। প্রেম-প্রীতির মাধ্যমেই মিলেমিশে থাকা যায়। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং পাদ্রী হিসেবে আমাকে এখানে বক্তব্য রাখতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষন দান করেন।

হুযুরের ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। যে আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং কয়েকজন বক্তার কথার উপর কয়েকটি বিষয় নোট করেছিলাম। কিন্তু আমি মিঃ স্টকবার্গার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি একজন পাদ্রী। তিনি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। শান্তি এবং ধর্মের বিষয়ে আরও অনেক যে সব কথা আমার বলার ছিল তা তিনি আমার পক্ষ থেকে বলে দিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

যাইহোক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি একত্রে মিলেমিশে থাকা যায় তবে এটি খুব ভাল কথা। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা খৃষ্টান ও ইহুদী উভয়কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে, এস! আমরা সেই বিষয়ে ঐক্যমত হই, সেই কলেমা বা বাণীর উপর ঐক্যবদ্ধ হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন আর সেই অভিন্ন কলেমা হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

এখানে একটি বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করব। তিনি বলেছেন, হিন্দুরা এক খোদায় বিশ্বাসী নয়। বস্তুতঃ হিন্দুরাও তাদের নানান দেবতা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারাও এক খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে। এবং সেগুলি এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য, ভিন্ন ভিন্ন যুগে। যদি সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং সেই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব করেছেন, তবে বাণীও একটিই হওয়া উচিত ছিল। আর সেই বাণী একটিই ছিল- অর্থাৎ খোদার উপাসনা কর, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপন কর। এই কারণেই আমরা, যারা প্রকৃত মুসলমান, সমস্ত আম্বিয়াগণের উপর বিশ্বাস রাখি। আমরা এই বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক জাতিতে এবং প্রত্যেক ধর্মে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আম্বিয়া, প্রত্যাদিষ্ট ও পুণ্যবান পুরুষগণ আবির্ভুত হয়েছেন যারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব যখন সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এমন কোন অধিকার নেই যে, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং বিবাদে লিপ্ত হবে বরং কুরআন শরীফকে যদি গভীর মনোযোগের সহকারে পাঠ কর তবে দেখবে আঁ হযরত (সা.) কে যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার কারণ ছিল মুসলমানদের উপর দীর্ঘ সময় যাবৎ নিপীড়ন ও নির্যাতন যার ফলে তিনি (সা.) দেশ ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর অনুমতি প্রসঙ্গে কুরআন করীমে যে আয়াত রয়েছে সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে, যদি তোমরা অত্যাচারীর হাত প্রতিহত না কর, তবে এই অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেই কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে একথা লেখা আছে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এজন্য আবশ্যক যে, যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন গীর্জা অবশিষ্ট থাকবে না, কোন সেনাগউজ কিম্বা কোন মন্দির বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, যেখানে মানুষ উপসনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়।

অতএব একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য জরুরী হল যখন সে নিজের মসজিদের সুরক্ষা করতে চাই, তখন তার কর্তব্য হবে গীর্জার ও মন্দিরের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করা এবং তাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সহকারে মিলেমিশে থাকা। এই শিক্ষাকে যদি মেনে চলা হয় তবেই প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটবে।

আমাদের সামনে কুরআন করীমের যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে তার সারমর্ম হল মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, দরিদ্র, অনাথ এবং মুসাফিরদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, সেবামূলক কাজও কর এবং এর পাশাপাশি নামায পড় ও যাকাত দাও। যাকাতের অর্থই হল নিজের সম্পদকে পবিত্র করা। আর সম্পদের শুদ্ধিকরণ হয় আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির সেবায় সেই সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে। অতএব প্রকৃত মুসলমানরা এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং আমরা আহমদীরা দাবি করি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা এর উপর অনুশীলনও করি। এই কারণে সারা বিশ্বে আহমদীরা যেখানেই তবলীগ করে, ইসলামের বাণীর প্রসার করে, সেখানে মানব সেবামূলক কাজও করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র দেশসমূহে বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলিতে বা এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে আমাদের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিভেদ ছাড়াই সেবা করে চলেছে। আমাদের হাসপাতালের ৯০ শতাংশ রোগী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। আমাদের স্কুলগুলির ৯০ শতাংশ ছাত্র খৃষ্টান অথবা তাদের কোন ধর্ম নেই, কিম্বা তারা অন্য কোন ধর্মের। তাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রদেরকে কোন তারতম্য ছাড়াই বৃত্তি দেওয়া হয়। কেবল এই জন্য যে, এটি একজন মানুষের অধিকার যে যদি পরিস্থিতির কারণে কোন কোন বিষয় থেকে সে বঞ্চিত থেকে যায় তবে সাধ্যমত তাদেরকে যেন সাহায্য করা হয় এবং তাদের সেই বঞ্চনা মেটানো হয়। এটিই মানবতার সেবা।

এখানে মসজিদের কথা বলা হচ্ছে, মসজিদ ইবাদতের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে, কিন্তু কুরআন করীমে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের নামায তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেন অন্যদিকে তিনি বলেন যে, তোমাদের ইবাদত বা নামায তোমাদের মুখে ছুড়ে মারব। এটিকে তোমাদের বিরুদ্ধে করে দেওয়া হবে। কেননা তোমরা দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি দাও না। তোমরা অনাথদের প্রতি যত্নবান নও। তোমরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর। এই কারণে তোমাদের নামায গৃহীত হবে না। অতএব একথা একজন প্রকৃত মুসলমানের কল্পনার অতীত যে, কোন প্রকারের ফিতনা বা নৈরাজ্যের সঙ্গে তার নাম যুক্ত হতে পারে।

মসজিদ উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময় আপনাদের একজন ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট শহরে মসজিদ নির্মাণ করার পিছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, এখানে আহমদীরা বাস করে। অনুরূপভাবে খৃষ্টান, ইহুদী এবং হয়তো অন্যান্য ধর্মের মানুষও বাস করে। তিনি বলেন এখানে ১২০টি জাতির মানুষ বসবাস করে। তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত করার জন্য উপাসনাগার তৈরী করেছে। আমরা আহমদী মুসলমানদেরও একটি উপসনাগারের প্রয়োজন ছিল যা এখন নির্মিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও পালন করি এবং মানবতার সেবার কাজও উত্তমরূপে পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারি। আর এটিই আমদের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যেই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে থাকি এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করে করে থাকি।

এই স্থানটি একসময় বাজার ছিল। আজ এটিকে মসজিদের রূপান্তরিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জার্মানীর আরও একটি শহরে (শহরটির নাম স্মরণে আসছে না) একটি স্থানে একসময় বাজার ছিল, পরবর্তীতে সেটিকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও তাদেরকে বলা হত যে, এখানে মার্কেট ছিল, যেখানে মানুষ পার্থিব সামগ্রী কেনাকাটা করত। এখন এই স্থানটিকে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে সেই সমস্ত মানুষের সমাগম হয় যারা আধ্যাত্মিক বস্তু বিনিময় করে, খোদা তা'লার ইবাদত করে, খোদার বাণী শোনে এবং যারা মানবতার সেবার জন্য পরিকল্পনা করে থাকে। মানুষের ধারণা, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর মুসলমানরা হয়তো কোন ষড়যন্ত্র রচনা করবে বা শহরের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্ষতি করবে। এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। জামাত আহমদীয়া যেখানেই সর্বত্রই মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে' মন্ত্রের পূর্বাপেক্ষা অধিক উপর জোর দিয়ে থাকে। এবং প্রতিবেশী ও

বিশ্ববাসীকে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের এটিই কর্তব্য। ধর্ম বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসে নি। ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রত্যেক নবী ভালবাসার শিক্ষার প্রসার করতে এসেছিলেন। তাঁরা সেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছিলেন যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন।

অতএব জামাত আহমদীয়ার এটিই বাণী এবং আপনাদের উদ্দেশ্যেও এই একই বার্তাই দিব। আমাদের প্রতিবেশীরা এখন দেখবে যে, মার্কেট থেকে মসজিদে রূপান্তরিত এই স্থানটি থেকে ইবাদতকারীরা নিজেরা আধ্যাত্মিকরূপে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি তার চার পাশের মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা ছড়িয়ে দিবে। পূর্বে আপনারা মার্কেটে অর্থ দিয়ে জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে বিনা অর্থ ব্যয়ে আপনারা ভালবাসার নমুনা দেখবেন। ভালবাসার উপহার পাবেন। পূর্বে আপনারা পকেটের পয়সা খরচ করে কোন জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে সেই সমস্ত মানুষ এখানে ইবাদত করতে আসবে যারা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে প্রতিবেশীদের জন্য ভালবাসার উপহার দিবে আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার নমুনা। আহমদীদেরকে এই নমুনাই এখানে প্রদর্শন করতে হবে। এরা যদি নিজেদের দৃষ্টান্ত তুলে না ধরে তবে তারা আহমদী মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়। এই মসজিদ নির্মাণের পর আহমদীদের উপর পূর্বের থেকে বেশি দায়িত্ব বর্তাবে যেন তারা প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার বিষয়ে সচেতন থাকে কিম্বা তাদেরকে যেন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। এমনটি করা হলে তবেই তারা এই মসজিদের নাম 'আফিয়াত' কে স্বার্থক করে তুলবে। 'আফিয়াত' আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয়ে স্থান পায় তখন সে সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে একথাও বলেছেন যে, আমি বান্দাদেরকে আমার গুণাবলীকে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ধারণ করার আদেশ দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত'-এর গুণ আমাদের কাছে দাবি করে যে, সেই সব আহমদীরা যারা এখানে বসবাস করে, তারা যেন এই শহরের বাসিন্দা এবং বিশেষ করে প্রতিবেশীদেরকে যথাসাধ্য নিরাপত্তা প্রদান করে এবং কখনোই যেন তাদের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি না পৌঁছায়।

আমি আশা করি, আমরা যদি এই কাজ করতে সক্ষম হই তবে যাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় ও সংকোচ রয়েছে তা দূরীভুত হবে। যদিও বলা হচ্ছে যে, প্রতিবেশীরাও সহযোগীতা করেছে, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, এই শহরের মানুষ জামাতের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয়

যেভাবে অন্যান্য শহরে জামাতের পরিচিতি আছে। তাই এই মসজিদটি নির্মাণের ফলে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।

লর্ড মেয়রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন, মসজিদ হল হিরের মত। আর এটি অবশ্যই একটি হিরের টুকরো। আহমদী মুসলমানরা যদি অপরকে এই হিরেটি চেনাতে সক্ষম হয় তবেই এটি লোকের চোখে পড়বে। যদি প্রতিবেশীর অধিকার না দেন, শহরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ান তবে লোকে বলবে যাকে আমরা হিরে মনে করেছিলাম সেটি নকল প্রমাণিত হল। অতএব এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার ফলে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আমি একদিকে অতিথিবর্গকে বলব যে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ইনশাল্লাহ্, আপনাদেরকে আহমদীদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের কষ্ট দেওয়া হবে না। বরং এই মসজিদটি শান্তি, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠবে। অপরদিকে আহমদীদেরকে বলব যে, কুরআনী শিক্ষার উপর পূর্বের তুলনায় বেশি মনোযোগ দিয়ে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীর অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এতটাই ব্যাপক যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এক সময় আমি ধারণা করতাম, প্রতিবেশীকেও হয়তো উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসলামে প্রতিবেশীর এতই গুরুত্ব। অতএব যখন এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন আমরা কিভাবে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে পারি। ইনশাল্লাহ্ আমরা প্রতিবেশীদের দুঃখ -কষ্ট লাঘব করব এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভীতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা করো না যে, এরাও অন্যান্য মুসলমানদের মত না হয়, কেননা মুসলমানরা আজকাল দুনার্মের শিকার।

একজন বক্তা অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন- বেলজিয়ামের জুলুম-অত্যাচার, খুনাখুনি, স্টকহোমের হামলা, লন্ডনের হামলা। কিছু মুসলমান নিজেদের দেশেও এই সব কাজ করছে। মুসলমান অপর এক মুসলমানকে হত্যা করছে। তাই মুসলমানরা কেবল অ-মুসলিমদেরকেই হত্যা করতে চায় না বরং ইসলামের নামে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তারা যাকে সামনে পায়, যে কেউ তাদের বিরোধীতা করে তাকেই তারা হত্যা করে। এই কারণে অসংখ্য মুসলমান মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে।

অতএব আজকের বিশ্বের প্রয়োজন কেবল প্রেম-ভালাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের। সেই মন্ত্র দরকার যা আমরা উচ্চারণ করি, অর্থাৎ ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর পরে।' এই বাণীটি যদি আমরা হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হই তবে একজন মুসলমান অপর মুসলমানেরও অধিকার প্রদান করবে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও অধিকার প্রদান করবে। এবং মৌলিক বিষয় সেটিই যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন- আমার আগমণের উদ্দেশ্য দুটি যে কারণে আমি জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছি। একটি হল, বান্দাকে অবগত করা যে তাদের এক খোদা আছেন এবং তোমরা সেই খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁর ইবাদত কর। যে উপায়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারো কর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান নির্বিশেষে একজন মানুষ যেন অপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রত্যেক মানুষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। এবং একজন মানুষের উচিত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করা এবং যখনই তার কোন সেবার প্রয়োজন হয় তার সেবা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা আহমদীরা যেন এই শহরেও উক্ত বিষয়গুলির উপর আমল করতে সক্ষম হই এবং সঠিক অর্থে আপনাদের সেবা করতে পারি এবং এখানকার মানুষ যাদের মনে বিন্দু মাত্র সংশয় রয়েছে সেই শঙ্কা দূর করতে পারি এবং তারা যেন উপলব্ধি করে যে আহমদী মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। ধন্যবাদ।

রেডিও চ্যানেল এস.ডব্লিউ.আর-৪ -এর সাংবাদিকের হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ

রেডিও চ্যানেল এস.ডব্লিউ.আর-৪ -এর সাংবাদিকগণ হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাংবাদিকের মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: যেখানেই আমাদের সম্প্রদায় আছে আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি। এলাকার কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ যেখানে অনুমতি দেয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা থাকে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য আমরা উপযুক্ত স্থানও দেখি। আমরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আপনার কাজ ক্রমশ সহজ হচ্ছে না কি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: মানুষ যখন আমাদের সম্পর্কে অবগত হয় এবং আমাদের পরিচিত বৃদ্ধি পায় তখন আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি শান্তি পছন্দ করে। আর মানুষ যখন দেখে যে আমরা শান্তিপ্রিয় লোক তখন তারা আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

* সাংবাদিক বলেন, আপনি কি আগামি কালও কোন মসজিদের উদ্বোধন করছেন? হুযুর বলেন: ইনশাল্লাহ তা'লা।

এরপর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য লাজনাদের মার্কিতে আসেন যেখানে মহিলারা হুযুরের দর্শন লাভ করেন। হুযুর ছোট বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। এরপর হুযুর হোটেলে ফিরে আসেন।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজ এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কিছু অতিথিবর্গ হুযুরের ভাষণ শুনে নিজেদের প্রতিক্রিয়া এবং আন্তরিক আবেগ প্রকাশ করেন।

* প্রোটেস্ট্যান্ড চার্চের পাদ্রী স্টক বার্গার, যিনি এখানে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফাতুল মসীহ আমাদেরকে যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, আমার বাসনা, তিনি যেখানেই যান এই চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলুন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে একদিন শান্তি বিস্তার করবে।

* বাসেল শহরের একজন ডাক্তার মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি সারাটি জীবন এই খোঁজে থেকেছি যে, যেন কোথাও শান্তি প্রিয় মুসলমানদের সন্ধান পাই। আজ আপনারা আমার সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন। আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আজকে আমি সেই সমস্ত মানুষের সন্ধান পেয়েছি।

* ক্যাথলিক চার্চের এক ভদ্র মহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ্র চেহারায় সব সময় হাসি ও ভালবাসার দীপ্তি ছিল। তাঁর চেহারায় আমি খোদার দর্শন লাভ করেছি।

* ইতালির এক যুবতী বন্ধুর সাথে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল। সে বলে, আমার বন্ধু এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছিল, কেননা ইসলাম সম্পর্কে তার মনে নেতিবাচক ধারণা জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার পর ইসলাম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তার মুসলমান বন্ধুকে মোবাইলে মেসেজ করে জানায় যে আজকে সে জানতে পেরেছে, ইসলাম কত সুন্দর ধর্ম।

*আলবেনিয়ার একটি পরিবার নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে: খলীফাতুল মসীহর প্রতেকটি কথা সত্য এবং সময়োপযোগী ছিল। আমরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যারপরনায় আনন্দিত।

* একজন ছাত্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে: খলীফাতুল মসীহর ভাষণ আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা মুসলমান। কিন্তু আজ আমি ইসলাম এবং এর শিক্ষার সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র মনে গেঁথে নিয়ে যাচ্ছি।

* একজন অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ারের ভাষণ এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার এই বিষয়টি খুব ভাল লেগেছে যে, তিনি প্রত্যেক বক্তার ভাষণ থেকে কিছু কিছু কথা গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলি সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অথচ পোপ সাহেব এমনটি করেন না।

* চার্চের একজন মহিলা প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ারের ভাষণের পর বার বার হুযুর আনোয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলছিলেন যে, হুযুর আনোয়ারের চেহারায় আধ্যাত্মিকতা ফুটে উঠছে। খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* বোসনিয়া থেকে তিনজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা আজকের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আজকের অনুষ্ঠান বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোক বর্তিকার মর্যাদা রাখে। খলীফার ভাষণ মহিমান্বিত ছিল যাতে তিনি ভালবাসা এবং প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের আহমদী প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় জামাতের সদস্য সংখ্যা নগণ্য হওয়া সত্বেও এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল।

* একজন অতিথি টোনি সাহেব বলেন: খলীফার বাচন ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল বলে মনে হল। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি মতবিনিময় করতে ইচ্ছুক।

* প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের এক ভদ্রমহিলা বলেন, পাদ্রী সাহেব তাঁর ভাষণে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি বক্তব্যকে এতটাই দীর্ঘায়িত করেছেন যে আমি প্রার্থনা করছিলাম তিনি যেন এবার বক্তব্য শেষ করেন। এরপর যখন খলীফাতুল মসীহ বক্তব্য রাখতে আসেন আমি চিন্তা করছিলাম যে, ইনি যেন ভাষণ দীর্ঘায়িত না করেন। কিন্তু খলীফা যখন ভাষণ শুরু করলেন তখন তা এতটাই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং হৃদয়কে প্রভাবিত করছিল যে, ইচ্ছা করছিল হুযুর যেন তাঁর ভাষণ সমাপ্ত না করেন। খলীফা অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে ভালবাসার সঙ্গে শান্তির বার্তা দিয়েছেন।

* আরেক ভদ্রমহিলা বলেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে, আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আমার সন্তানরা আহমদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। যেদিন থেকে আহমদী বাচ্চাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 20th July, 2017 Issue No. 29

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

আমি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এই কারণে আমি আপনাদের শিক্ষা সম্পর্কে জানার জন্য উৎসুক ছিলাম। আজ আমি আপনাদের এখানে এসে জানতে পেরেছি যে, আমার বাচ্চারা সৎ সঙ্গ পেয়েছে এবং তারা নিরাপদ। তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বলেন, হুযুর আনোয়ার সাক্ষাতের সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মান জানিয়েছেন - এটি আমাকে প্রভাবিত করেছে। হুযুর আনোয়ার যখন মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমি নীচে ছিলাম তখনও তিনি আমার জন্য আনতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

* মিস্টার ভোল্কার মচ, একজন স্কুল শিক্ষক নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আহমদী মেয়েরা আমার স্কুলে পড়ে। তাদের কারণে আমি এখানে এসেছি। খলীফার বক্তব্য আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। আমার মনে গভীর প্রভাব পড়েছে। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ছিল। তিনি পূর্বের বক্তাগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং তাদের সংশয়গুলিকে সুন্দরভাবে দূর করেছেন। অধিকাংশ বক্তাই নিজের বক্তব্য লিখে নিয়ে আসেন। কিন্তু খলীফাতুল মসীহ বক্তাগণের বক্তব্য প্রদানকালে নোট তৈরী করে ফেলেন এবং এখানকার সমস্যাবলীর সমাধান অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। আমি সৌভাগ্যবান যে, এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি।

* পুলিশের সিক্রেট এজেন্সির একজন মেম্বার স্ত্রীসহ এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন: খলীফার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ্বের এমন পরিস্থিতিতে এই ধরণের ভাষণেরই প্রয়োজন রয়েছে।

* একজন সাংবাদিক বলেন: আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, ছোট্ট একটি জামাতের ছোট্ট একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য এত বড় মযার্দা সম্পন্ন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়টি আপনাদের খলীফার মর্যাদাকে আরও মহান করে তুলেছে। এর মাধ্যমে জামাতের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার ছবিটি ফুটে ওঠে।

* একজন ভদ্রমহিলা বলেন: আমি খলীফার মধ্যে বিনয়ের মূর্তিমান প্রতীক লক্ষ্য করেছি। তাঁর ভাষণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী শুনে ভাল লাগল। আমি এ বিষয়েও প্রভাবিত হয়েছি যে, একজন খৃষ্টান হিসেবে আমাকে ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করানো হল এবং ব্যাপক তথ্য দেওয়া হল।

* মিস্টার বার্নড হুযুরের ভাষণ শুনে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন: হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে প্রেম-প্রীতির শিক্ষার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ভালবাসায় পরিপূর্ণ বলে মনে হয়। আর এমন জামাত শান্তিতেই থাকে। তিনি এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, হুযুর আনোয়ার এমন শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কারণে বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে ভীত নন যারা তাঁর ক্ষতি করতে পারেন।

* একজন ভদ্রমহিলা যিনি ধর্ম বিষয়ক শিক্ষিকা, তিনি এবং তাঁর স্বামী বলেন: তারা খলীফার বক্তব্য শুনেছে। তারা প্রকৃত খিলাফতের সঙ্গে ভালবাসার আকর্ষণ অনুভব করেছে।

* করহফবৎমধৎঃবহ -এর সঙ্গে যুক্ত আটজন সদস্য এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সকলে এবিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন মহিমান্বিত ব্যক্তি একটি ছোট্ট জামাতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছেন। একজন মহিলা বলেন: ইসলামের উপর উগ্রবাদের যে অভিযোগ আরোপ করা হয় সে বিষয়ে তিনি একমত নন। কেননা বাইবেলে এর থেকে কয়েকগুণ বেশি উগ্রতা পাওয়া যায়।

* একজন অতিথি বলেন: মহা মহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহর উদারতা তার বিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠছে। তাঁর বর্ণিত বিষয়টিও ছিল অসাধারণ। তিনি ইসলামের শান্তি প্রিয়তার সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এর মাধ্যমে আমার উপর ইসলামের নতুন অর্থ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

* এক অতিথি বলেন: আমি এই অনুষ্ঠান থেকে সদর্থক প্রভাব গ্রহণ করেছি। মহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ যেভাবে বলেছেন যে, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের খুবই প্রয়োজন। এই কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ভীতি ও সংশয় দূর করার জন্য তিনি সুন্দর যুক্তি তুলে ধরেছেন।

* এক ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ বলেছেন, আমরা সকলেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। এটি একেবারেই ঠিক কথা। কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে। এর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

* একজন অতিথি বলেন: এখানে কি হতে যাচ্ছে তা আমি জানতাম না। কিন্তু আমার সমস্ত কিছুই খুব ভাল লেগেছে। খলীফাতুল মসীহ যে বিশেষ মননের সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আর তিনি শুধু কথাই বলছিলেন না বরং অনুভব করছিলাম যে, এই মানুষটি যা কিছু বলছে সে নিজেই তার জীবন্ত নমুনা। তাঁর অন্তরাত্মা এতটাই শক্তিশালী যে, তাঁর আশপাশের মানুষের মধ্যে তার প্রভাব সঞ্চারিত হচ্ছিল। আমি আজ খলীফাতুল মসীহর উপস্থিতি থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

* একজন অতিথি বলেন: আমার উপর খলীফাতুল মসীহর অসাধারণ মানবীয় ভালবাসার প্রভাব পড়েছে। আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এখানে আসা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আজ এখানে না এলে আমি অনেক বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম। জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে আমি প্রকৃত ইসলামের পরিচয় লাভ করেছি যা টেলেভিশনে পরিবেশিত ঘৃণ্য ও উগ্ররূপের ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে এসে আমি শান্তি ও ভালবাসা পেয়েছি, বরং বাস্তবেও এমন সব মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে যারা ঘৃণা চায় না।

* একজন অতিথি বলেন: আজ পর্যন্ত আমি মনে করতাম যে, আমরা এক-অদ্বিতীয় খোদায় বিশ্বাস করি এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখিয়েছে। কিন্তু আজ এখানে এসে উপলব্ধি করলাম যে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং একটিই পথ দেখিয়েছে। মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দাঈশ ও অন্যান্য উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি থেকে নিজেদের পৃথক রাখার বিষয়টি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে, এই সংগঠনগুলির ইসলামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এবং বাস্তব এটাই যে, আল্লাহ্‌র নামে পৃথিবীতে যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে আপনাদের কোন দোষ নেই বরং দোষ তাদের যারা এই শিক্ষার অপপ্রয়োগ করছে। আর যেরূপ খলীফাতুল মসীহ বলেছেন, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের সকলের কর্তব্য।

* একজন ভদ্রমহিলা বলেন: আজকের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক খাদ্য-সম্ভার এখানে লাভ করেছি তা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ছিল।

* একজন অতিথি বলেন: শান্তি প্রসঙ্গে খলীফাতুল মসীহর এই বাণী সম্পূর্ণ সঠিক যে, কোন ব্যক্তির খোদার উপর ঈমান থাকতেই পারে না যদি সে নর সংহারে লিপ্ত থাকে। কেননা, কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা করার অর্থ হল খোদার প্রতি নিজের বিশ্বাসকেই হত্যা করা।

****

জামাতের খিদমতের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। যারা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক তারা নিম্নোক্ত শর্তবলী অনুসারের আবেদন করতে পারেন।

১) প্রত্যাশীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই।

২) প্রত্যাশীর বয়স ২৫ বছরের নীচে হওয়া আবশ্যক। জন্ম প্রমাণ-পত্র পেশ করতে হবে।

৩) সেই সমস্ত প্রত্যাশীকেই খিদমতের সুযোগ দেওয়া হবে যারা কর্মী নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হবে।

৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ানের নুর হাসপতালের মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী সুস্থ-সবল হতে হবে।

৫) কাদিয়ান যাতায়াতের ব্যয় ভার প্রত্যাশীকে নিজেই বহন করতে হবে।

৬) যদি কোন প্রত্যাশীর নির্বাচন হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে তাকে কাদিয়ানে নিজের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। (নির্দিষ্ট ফর্ম নাযারাত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে চেয়ে পাঠাতে পারেন। এই ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদনপত্র জমা পড়বে একমাত্র সেগুলিই বিবেচনাধীন হবে।)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:

অফিস: 01872- 501130

মোবাইল: 09815433760

ইমেল: nazrartdiwanqdn@gmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir